শ্রীশ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ

প্রভুপাদ

শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী

সম্পাদিত।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণম্।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ বিজয়েতাম্।

শ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্পূঃ।

চতুর্দ্দশ-স্তবক।

শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব।

(মহাকবি শ্রীল শ্রীকবিকর্ণপূর—প্রণীত।)

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, ভক্তিরত্নমালা ও
ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু প্রভৃতি
গ্রন্থ-সম্পাদক,

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য, শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসী,

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তরত্ন কর্ত্তৃক
অনূদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭

[মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযদুগোপাল গোস্বামী ব্যাকরণতীর্থ।

পোঃ নবদ্বীপ, বৈষ্ণবপাড়া, নদীয়া।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

নবদ্বীপ রাধা প্রেস হইতে

মুদ্রিত

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলা-স্মরণই রাগানুগামার্গের জীবন বা মুখ্য সাধন। যুগল-কিশোরের লীলাসমূহ প্রধানতঃ নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। যে সকল লীলা প্রতিদিন প্রায় একই রীতিতে হইতেছেন, সেই সকল লীলার নাম নিত্যলীলা; আর যে সকল লীলা ঋতুবিশেষে বা কালবিশেষে হইয়া থাকেন, সেই সকলের নাম নৈমিত্তিক লীলা। এই দ্বিবিধ লীলাই রাগানুগীয় সাধকের অবশ্য স্মরণীয়। তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থই, নিত্যলীলা স্মরণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু নৈমিত্তিকলীলার আদর্শই অতি দুর্লভ; নৈমিত্তিক লীলা সমূহের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বসন্তকালোচিত লীলাবিশেষই সমধিক রসোল্লাসপ্রদ; সুতরাং এই বসন্তকালোলিত লীলা, সাধকের অবশ্য স্মরণীয়। এজন্য শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন-চম্পূর চতুর্দ্দশ-স্তবকে বর্ণিত বসন্তোৎসব-লীলা, রাগানুগীয় সাধকের সহজ বোধ্যরূপে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া, এই "শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব" গ্রন্থরূপে প্রকাশ করা হইল।

আমার পরম স্নেহভাজন শিষ্য শ্রীবৃন্দাবননিবাসী শ্রীমান্ গণেশচন্দ্র মোদক, তাহার নিত্যলীলা-প্রাবিষ্টা জননীর স্মৃতি রক্ষার্থে, এই অত্যাবশ্যকীয় নৈমিত্তিক লীলাবর্ণনময় "শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব" নামক গ্রন্থখানির মুদ্রণ-ব্যয়ভার বহন করতঃ ভজনানুরাগি-বৈষ্ণবগণ সমক্ষে প্রকাশের সহায়তা করিলেন। এজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এই বৈষ্ণবসেবার ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলারসে শ্রীমানের চিত্ত আপ্লাবিত হউক এবং তদীয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্টা জননী শ্রীমতী গৌর দাসী, শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলায় চিরতরে প্রেমসেবাসুখ আস্বাদনে রত থাকুন। ইত্যলম্।—

শ্রীনবদ্বীপ,
বৈষ্ণব পাড়া, নদীয়া।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫,
শ্রীঝুলনযাত্রা।

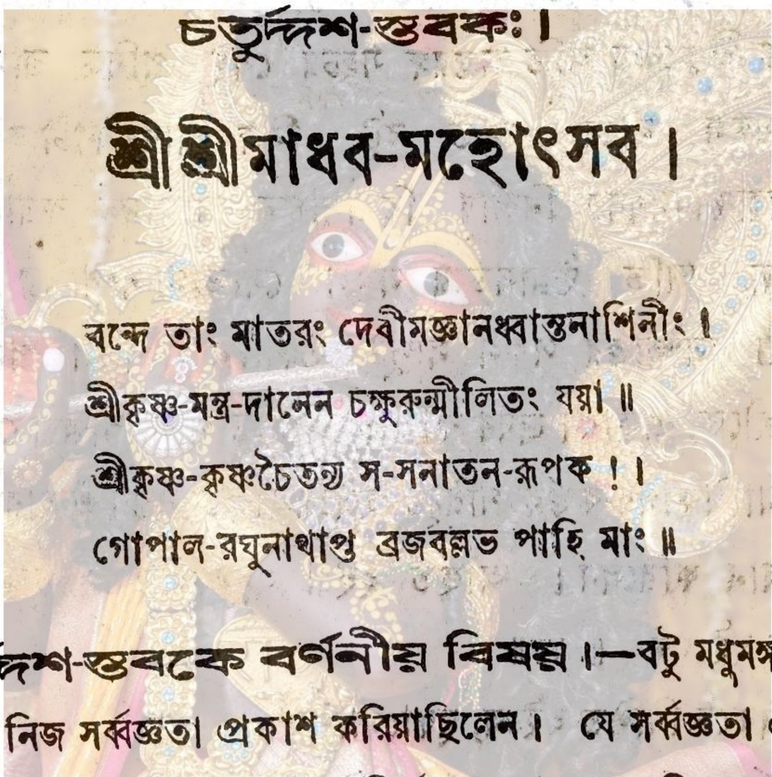
সম্পাদক—
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণম্।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ বিজয়েতাম্।

শ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্পূঃ।



চতুর্দ্দশ-স্তবকঃ।

শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব।

বন্দে তাং মাতরং দেবীমজ্ঞানধ্বান্তনাশিনীং।
শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র-দানেন চক্ষুরুন্মীলিতং যয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণচৈতন্য স-সনাতন-রূপক!।
গোপাল-রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং॥

[**চতুর্দ্দশ-স্তবকে বর্ণনীয় বিষয়।**—বটু মধুমঙ্গল, বৃন্দাগোপী-সভায় যাইয়া, নিজ সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ হেতুক, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ কান্তাগণসহ নির্ব্বাধে বসন্তোৎসব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই নির্ব্বাধ বসন্তোৎসবের হেতুকর্ত্তা শ্রীমধুমঙ্গল।

পূর্ব্বে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ঋতু, ক্রমানুসারে বর্ণিত হইয়াছেন। এবং সেই বর্ণনপ্রসঙ্গে সেই সেই ঋতু-উচিত লীলা সকলও বর্ণিত হইয়াছেন। জড়ত্ব-সম্পাদনকারী শীত ঋতুর, লীলার উল্লাস-সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া, বর্ণন করা হয় নাই। বৃন্দাবনে সকল ঋতুতেই বসন্তের সত্ত্বা আছে বলিয়া এবং সকল ঋতুর মধ্যে প্রধান জন্য ও শ্রীগোবিন্দের লীলারস-বর্দ্ধনকারী হেতুক, ঋতুরাজ-বসন্তোচিত উৎসবের বহুল বর্ণনের দ্বারা, সকল ঋতু হইতে বসন্তের উৎকর্ষ খ্যাপন করা হইতেছে।]

যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া, কতিপয় দিনান্তে গৃহে আগমন করতঃ নিজ জননী শ্রীরোহিণী এবং শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক, রজনীযোগে নিজ নিজ শয্যায় শায়িত হইয়া থাকিলেন। তৎপর-দিবস রজনী প্রভাতা হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন করতঃ, বিশুদ্ধ সখ্যরসের সমুজ্জ্বল সহচর-মণ্ডলী লইয়া গো-সকলের অনুগামী নবীন নটের মত মনোহারিবেশে সুশোভিত, কল্পদ্রুমতুল্য অনুগত-জন-সংকল্প পরিপূরক, ব্রজরাজ-হৃদয়ানন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীগোবিন্দ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত বন-বিহারের জন্য এবং খগ মৃগ তরুলতাগণের বিরহ-দুঃখ দূর করিবার অভিলাষে যখন গৃহ হইতে বনে গমন করিয়াছিলেন, ॥ ১ ॥

সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ সহচর সেই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুমার অতি স্থূলগ্রীব মধুমঙ্গল নামে খ্যাত বটু, নিজ প্রাণ-কোটী হইতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে, ব্রজসুন্দরীগণসহ নির্ব্বাধ বিলাসানন্দ আস্বাদন করাইয়া সুখানুভব করিবার সঙ্কল্পে, অতি উল্লাসভরে সকল সৌভাগ্য-সম্পত্তির সম্পুট-চূর্ণকারী কিম্বা সৌভাগ্য সম্পত্তির সকল সম্পুট উদ্ঘাটন করিয়া প্রদর্শক—গোকুল নামক গোপপল্লীতে, একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে লীলা শক্তির প্রেরণায় উত্তমা আভীরী-বৃদ্ধাগোপিকাগণ-কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা অতি আদরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। আহূত হইয়া মধুমঙ্গলও কৌতুকরসে তাঁহাদের নিকটে মিলিত হইলেন ॥ ২ ॥

মধুমঙ্গল নিকটে মিলিত হইলে, বৃদ্ধাগোপিকাগণ ভদ্রনীতি অবলম্বনে বসিবার আসন অর্পণ করতঃ নমস্কার পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—॥ ৩ ॥

হে এধমানপ্রতিভ! (যাহার নব নব উল্লেখশালিনী বুদ্ধি প্রতিক্ষণে বৃদ্ধিশীল), এই জগত-মধ্যে মুখ্য মনোহারী, ধারণাবতী-বুদ্ধি-মান, প্রতিপক্ষ হইতে ভয় রহিত আপনাকে, কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্ম সহচর বলিয়া আমরা সকলেই জানি। অতএব আপনার পরিচয়-প্রশ্নের কোন আবশ্যকতা মনে করি না ॥ ৪ ॥

সেই জন্য, অর্থাৎ আপনি ললিত-মেধাবী এবং প্রতিপক্ষ হইতে ভয় রহিত বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছি;—স্বকীয় নব নব উল্লেখশালিনী বুদ্ধির বিভূষণ রূপে কোন্ শাস্ত্র আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন? ॥ ৫ ॥

এই প্রশ্ন শুনিয়া কৌতুকী মধুমঙ্গল হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—হে বৃদ্ধাগোপীগণ! আমি মহাজ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছি। অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বুদ্ধির উল্লাস নষ্ট করে বলিয়া, অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন মনে করি না ॥ ৬ ॥

মধুমঙ্গলের এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধাগণ বলিলেন, হে জগদুত্তম! আপনার বর্ণিত মহাজ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নীতিটী কি? তাহাই আমাদের নিকটে বিস্তার করিয়া বলুন ॥ ৭ ॥

তখন মধুমঙ্গল অতি রসাল বচনে বলিয়াছিলেন,—হে ব্রজপুর-বৃদ্ধাগণের মুকুটমণিগণ! জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, "গ্রহ-নক্ষত্রাদি-সঞ্চার" অর্থাৎ কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে থাকিলে শুভাশুভ ফলপ্রদ হয়, তাহাই এই শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায় ॥ ৮ ॥

এই ভূমণ্ডলে গুরুতর চিন্তনীয় বিষয়—অতীত কালের মঙ্গলামঙ্গলের মত, বর্ত্তমান কালের শুভাশুভের মত—ভবিষ্যৎ কালের কুশলাকুশল সকল, এই জ্যোতিষ্ শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারা যায় ॥ ৯ ॥

তন্ত্রশাস্ত্রের লক্ষণ কিন্তু—দেবতারাধনপ্রভাবে—করিতে, না করিতে, অন্যথা করিতে সামর্থ্যলাভ ॥ ১০ ॥

মধুমঙ্গলের এই বাক্য শুনিয়া অবিলম্বে সেই বৃদ্ধাগণ বলিলেন,—হে বিপ্রবটু! তোমার নির্ম্মঞ্ছন যাই, এই প্রহরটীই শুভাশুভ-গণনার সমীচীন কাল। সেই হেতুক গণনাবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনাকে কেবল বৃথা খাটাইয়া লইব না, নির্ম্মল সুখপ্রদ বহুল মোদক দিব ॥ ১১ ॥

অতএব আমাদের যে প্রশ্নটি গোকুলমধ্যে কোথাও প্রকাশ করা যায় না, মঙ্গলমূর্ত্তি আপনার নিকটে সেই প্রশ্নটিও অতি অন্তরঙ্গবোধে প্রকাশ করিতেছি। কারণ গৃহচ্ছিদ্র অতি অন্তরঙ্গ জন ভিন্ন অন্যের নিকটে প্রকাশ করা নীতি বিরুদ্ধ ॥ ১২ ॥

আমাদের এই প্রশ্নটির উত্তর দান করুন, এবং আমাদের মনের সন্দেহ নাশ করুন। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অর্থাৎ দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে কোন্ জন পরের হিতের জন্য দেহ ও বিদ্যা ব্যয়িত না করেন? যেহেতু পরোপকার দ্বারাই দেহ ও বিদ্যালাভের সাফল্য ঘটিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

কথাটী শুনিয়া হাস্য করতঃ মধুমঙ্গল বলিলেন,—তোমরা যদি আমাকে শুভ-লক্ষণবিশিষ্ট বহুল গো-দান কর, তাহা হইলে কপটতা ছাড়িয়া সরলভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধিতে অভিজ্ঞ আমি, নিশ্চয়ই সকলই বলিতে সমর্থ। যাহা বিপ্রভাব হইতে অবিরুদ্ধ, এমত সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি সকল প্রভাব আমাতে নিদ্রিত আছে॥ ১৪॥

এই বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধাগণ বলিলেন,—এই গো প্রভৃতি ধন আমরা ধূলিকণা সদৃশ মনে করি। এই বসুধা মধ্যে তোমাকে অদেয় কি আছে? যদি তুমি আমাদের অভীষ্ট বিষয় বলিতে সমর্থ হও॥ ১৫॥

এই বাক্য শ্রবণে সেই মধুমঙ্গল বলিলেন,—আমার ধনগ্রহণ প্রয়োজন নহে; কিন্তু লোকসমাজে আমার প্রতিষ্ঠা প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। মোদকাদি বা ধনাদি দান করিলে, লোকে জানিতে পারিবে না বলিয়া আমার প্রতিষ্ঠা লোক-সমাজে প্রচার হইবে না। গো-দান করিলে সকলে দেখিতে পাইবে, এবং দেখিয়া প্রশ্ন করিলে আমার সুযশ লোকসমাজে প্রচারে সুবিধা হইবে বলিয়াই গো-দানের কথা বলিলাম। যাহা হউক, এখন তোমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় জিজ্ঞাসা কর॥ ১৬॥

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধাগণ বলিলেন,—এই অকণ্টক ব্রজপুরবাসিনী সতী আমাদের কণ্টকতুল্য, আত্মগত দুস্তাপজনক কিছুই পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি একটি মনস্তাপ যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সান্ত্বনার যোগ্য নহে॥ ১৭॥

যেহেতু, লক্ষ্মীসমা আমাদের বধূ-শ্রেণী-মধ্যে, একটি বধূও আমাদের সুখের কারণ হইল না॥ ১৮॥

যেহেতু, এই সকল বধূগণ বিবাহের দিন হইতে ভর্ত্তার নাম শ্রবণেও বধিরার মত, ভর্ত্তার বন্ধুজন দর্শনেও অন্ধতুল্যাই, নিজ নিজ ভর্ত্তাগণের দর্শনে যে অন্ধতুল্যা, তাহা আর কি বলিব? বলুন দেখি, ইহলোকে কে কোথায় এইরূপ পতি-বৈরস্য দেখিয়াছে?॥ ১৯॥

যেহেতু অন্তপর্য্যন্তও এই বধূগণেয় নিজ পতির প্রতি পতিত্ব অভিমান পর্য্যন্তও জন্মে নাই। ইহা দেখিয়া আমাদের উৎকট দুঃখ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাই-তেছে॥ ২০॥

সেই হেতুক বলিতেছি, এই পতিবৈরস্যের কি প্রতীকার আছে? ইহাই বিচার করুন। দিগ্বিদিকে আপনার অসাধারণ সুযশ বিশেষভাবে বিস্তার করুন ॥ ২১ ॥

বৃন্দা-গোপীগণের কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল কৃত্রিম মৌনাবলম্বনে, নিজ মনে নিশ্চলভাবে স্থিত বিদ্যার প্রভাবে যেন পতি-বৈরস্যের নিদান নিরূপণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বহুক্ষণ বিচার করিয়া আচার্য্যের মত গাম্ভীর্য্যের অভিনয় করতঃ যেন বিষয়ের মত দান্ত যোগীপুরুষবৎ অতি স্থিরচিত্তে ঈষৎ শুষ্কহাস্য করতঃ বৃহস্পতিতুল্য মেধাবী মধুমঙ্গল, কৌতুক-রসময় পথে ধাবিত-চিত্তে পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন— ॥ ২৩ ॥

অয়ি শুভবতীগণের মুকুটমণি ব্রজপুরন্ধ্রীগণ! এই বৃত্তান্ত যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে, আমার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। যেহেতু তোমরা আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দ্বেষ করিয়া থাক। আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সহচর হইয়া তোমাদিগকে হিতোপদেশ করিতেছি, এই কথা প্রকাশ হইলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আর সখা বলিয়া ডাকিবে না, এবং সঙ্গেও রাখিবে না ॥ ২৪ ॥

অতএব হে গোপীগণ! এ বৃত্তান্ত অবশ্যই গোপন রাখা কর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

যে কারণে এই পতিবৈমুখ্যরূপ ফল ফলিয়াছে তাহা বলিব, তোমরা একটি ফল লইয়া আইস। এই কথা শুনিবামাত্র একটি গোপী, গৃহ হইতে ফল আনয়ন করিলে, মধুমঙ্গল সেই ফলটি ধরিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ গণনাটি অভ্রান্ত হইল বলিয়া নিজ অঙ্গে উল্লাসাত্মক কান্তিচ্ছটায় অতিমনোজ্ঞ দর্শন হইয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

অয়ি আর্য্যাগণ! এই পতিবৈরস্য-দোষের কারণ দুই প্রকার দেখিতেছি। এক প্রকার লৌকিক, অপর অলৌকিক। তন্মধ্যে লৌকিক কারণ জ্যোতিশ্চক্র-শাস্ত্রোক্ত লগ্নে লাগিতেছে না, অর্থাৎ যে কারণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূত, তাহা গণনায় নিষ্প্রয়োজন। সাক্ষাৎ দেখা যাইতেছে তোমাদের বধূগণের স্বভাব এবং তোমাদের পুত্রগণের স্বভাবে মিল নাই। তোমাদের বধূগণের সৌন্দর্য্য, তোমাদের পুত্রগণের সৌন্দর্য্য হইতে অত্যন্ত অধিক। এই

জন্যই স্বভাবে এবং সৌন্দর্য্যে অসমতা জন্য অরুচিপ্রদ হইয়াছে। পতি-বৈরস্যের যে সকল কারণগুলি অলৌকিক, তাহা সত্বরেই অবধারণ কর ॥ ২৭ ॥

এই পতি-বৈরস্য-বিষয়ে যোগীগণ কর্ত্তৃক নীরাজিত-পদারবিন্দা কোন যোগিনী, তোমাদের প্রতিকূলা আছেন। যদি বল, মান্ত্রিক উপায়ে সেই যোগিনীকে অবহেলা পূর্ব্বক বিনাশ করিতে আপনি সমর্থ, তাহাতেই বলিতেছি, এ যোগিনী সাধারণী নহেন, ইনি নিজ শক্তি প্রভাবে তেজস্বী সূর্য্যকে পর্য্যন্ত পরাভব করিতে সমর্থা। ইহার অপর নাম যোগমায়া অর্থাৎ নিজ উপায়ে অঘটন-ঘটনশক্তি-বিশেষরূপিণী। তিনি অতি কৌতুকবতী বলিয়া মায়াময় বিবাহটী করাইয়াছেন। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তেমনি অবিবাহকে বিবাহরূপে দেখাইয়াছেন, কিন্তু পৃথিবীতে যাহারা এ রহস্য জানে না, তাহাদের নিকটে সত্য বিবাহ বলিয়া খ্যাতি করাইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, মনুষ্যলোকের অযোগ্য পতিবিদ্বেষও সেই যোগমায়াই ঘটাইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

তোমাদের এই বধূগণ আকৃতিতে মানুষী হইলেও, প্রকৃতিতে মানুষী নহে। অতএব সেই যোগিনীর এই বধূগণের প্রতি অতি তীব্রতরা মহতী প্রীতি। অতএব মানুষে অমানুষে মিলন অযোগ্য বলিয়া স্বয়ং যোগিনীই ইহাদের মতি-ভেদ ঘটাইয়াছেন। অতি বেগবতী বলিয়া, পতি-প্রভৃতির অঙ্গস্পর্শও করাইতেছেন না। সেই যোগিনীর এত প্রভাব যে, তাহার গতি নিরোধ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সেই জন্য বলিতেছি এই পতি-বৈরস্যের প্রতি কারণ, তোমাদের বধূগণ নহে। তোমরা যদি এই বধূগণের প্রতি কোন প্রকার হঠতার বশবর্ত্তী হইয়া দুর্ব্ব্যবহার কর, তাহা হইলে যোগিনী তোমাদের প্রতি কুপিতা হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিবেন ॥ ২৯ ॥

অতএব কাল-বিলম্ব না করিয়া, বধূগণের প্রতি "আমাদের পুত্র-বধূ" এরূপ অভিমান ত্যাগ কর ॥৩১ ॥

কিন্তু এই বধূগণের প্রতি মমতা বুদ্ধি যথেষ্টরূপে রাখিও, তাহাতেই তোমাদের পরম কল্যাণ ঘটিবে ॥ ৩১ ॥

আরও বলি, যদি তোমাদের পুত্রগণের জীবনের আশা থাকে, তাহা হইলে এই বধূগণের অঙ্গস্পর্শও তোমাদের পুত্রগণ-কর্ত্তৃক যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবে। দেখ কৃষ্ণ-ভুজগ-অবলাগণকে আকর্ষণ করিলে

কখনই সুখী হইতে পারা যায় না। "কৃষ্ণভুজগ-অবলা" শব্দটী শ্লিষ্ট। একপক্ষে কাল-সাপিনীকে স্পর্শ করিলে যেমন প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, অপর পক্ষে কৃষ্ণ ভুজগতা অবলাগণের স্পর্শ তেমন সর্ব্বসংহারকারী ॥ ৩২ ॥

তোমাদের পুত্রগণের এইটিই পরম সৌভাগ্য যে, ইহাদিগের নিকটে স্বাগ্নিক সম্প্রদানরূপ স্পর্শটী ঘটিয়াছে। শ্রীমধুমঙ্গলের এই প্রকার ভীতিপূর্ণ বাক্যে, শ্রীরাধা প্রভৃতির অঙ্গচ্ছায়াও পতিম্মন্যগণের কখনও স্পর্শ ঘটে নাই ॥ ৩৩ ॥

মধুমঙ্গলের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধাগণ বিষাদ ও কাতরতাপূর্ণ হৃদয়ে পুনর্ব্বার এই অমঙ্গল নিবৃত্তির উপায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। হে ব্রাহ্মণ-বটো! আপনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান প্রমাণ স্বরূপ, আপনার এই কথাগুলি মানুষের কথা নয়; কিন্তু আপনার সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩৪ ॥

পরম জ্যোতির্ব্বিদ্ তুমি জোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রভাব যথেষ্টই দেখাইলে, এইক্ষণ ক্ষিতিমণ্ডলে আগম-শাস্ত্র অধ্যয়নের মহীয়ান্ প্রভাব দেখাও। কোন্ দেবতার কোন্ দুঃখময় আরাধনা করিলে যোগিনীকৃত প্রতিকূলতা, গর্ত্ত মধ্যে নিবদ্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ গর্ত্ত মধ্যে কোন বস্তু রাখিলে যেমন বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, তেমনি যোগিনীকৃত প্রাতিকূল্যও যেন কোন প্রভাব প্রকাশ করিতে না পারে, এইরূপ সাধনটী বর্ণন কর। সেই দেবতার সাধনটি বল এবং সাধনের প্রণালীটীও বল ॥ ৩৫ ॥

এই বাক্য শ্রবণে মধুমঙ্গল বলিলেন ;—হে গোপীগণ! সেই কোপিনী যোগিনীর কোপ নিবৃত্তির জন্য, দেবতান্তরের উপাসনারূপ নির্দ্দুষ্ট অবিনাশী কোনও একটী উপায় আছে। এই বাক্য শ্রবণে সেই বৃদ্ধাগণ অতি আনন্দ সহকারে, দরিদ্র ব্যক্তি প্রচুর ধন প্রাপ্তি-সংবাদে যেমন সুখী হয়, তেমনিই মধুমঙ্গলের কথাটী শুনিয়া আত্মগত দুঃখনাশের জন্য অভিলাষ করতঃ বলিয়াছিলেন—॥ ৩৬ ॥

হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি গুণরত্ন সকলের শ্রেষ্ঠ আকর-স্বরূপ। যথার্থভাবে অর্থাৎ সরলভাবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—সেই দেবতাটী কে? এবং তাঁহার নামই বা কি? এবং তাঁহার উপাসনাটীই বা কি? নানা অভিপ্রায়যুক্ত-ভাবে তুমি বলিতে যোগ্য। অর্থাৎ কিরূপ উপাসনা করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্তি হয়, তুমি ব্রাহ্মণকুমার, অতএব ব্রাহ্মণোচিত সারল্যে সমস্ত

কথা খুলিয়া বল। তখন মধুমঙ্গল বলিলেন,—হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমরা যাহাতে মহতী সম্পত্তি পাইতে পার, এমন কথা বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর। কোনও একটী কালকুমার নামে মূর্ত্তিমান মার (কন্দর্প) অতিকাল অর্থাৎ অতি শ্যামল, পক্ষান্তরে কালাতীত কুঞ্জদেবতা, এই বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন। সকল দেবতাবৃন্দ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, সেই মহাপ্রভাবশালিনী যোগিনী পর্য্যন্ত যাঁহার আজ্ঞাকারিণী। সেই কুঞ্জ-দেবতাকে উপাসনা করিলে, তিনি অসিতাপাঙ্গী সুন্দরীগণের কাম (সঙ্কল্প, পক্ষান্তরে সম্ভোগেচ্ছা) যথেষ্টরূপে সম্পাদন করাইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

সেই কুঞ্জ-দেবতা যদি প্রসন্না হয়েন, তাহা হইলে কোন জনই কোন প্রকার অবসাদ পায় না। আর যদি তিনি কাহারও প্রতি কুপিতা হয়েন, তাহা হইলে পিনাক-ধনুর্দ্ধারী শঙ্কর প্রভৃতি কেহও তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৩৮ ॥

তাই সেই দেবতার পরিচয় কিছু দিতেছি, সেই দেবতা কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করিতেছেন, কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না, ঐকান্তিক ভজনকারী-জনের ধ্যানাদিতে তিনি আবির্ভূত হয়েন, এই দেবতার সময় এবং নিয়ম অপেক্ষাকারিণী একটী দুষ্করা পূজা আছে, সেই পূজাটী পরম সৌভাগ্যবান্ পরম চতুর জন সকলেই করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

সেই দেবতার পূজাটি যে দুষ্কর, তাহাই বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর। বহুমূল্যের মণিভূষণে, উত্তম কুঙ্কুম প্রভৃতির বিলেপনে ও পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া স্বয়ংই কুসুম চয়ন ও সংগ্রহ করিবার জন্য বনমধ্যে যাইতে হইবে, হৃদয়খানি সেই কুঞ্জ-দেবতাতে রাখিতে হইবে। কুঞ্জ-দেবতার কথা-প্রসঙ্গ ছাড়া, অন্য কথা-প্রসঙ্গ ছাড়িতে হইবে। লোক-লজ্জা ছাড়িয়া এই পূজাটী সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল পূজার সময়েই অন্য কথা অন্য সঙ্কল্প ছাড়িতে হইবে, তাহাই নহে ॥ ৪০ ॥

এই প্রকার আরও দুষ্করত্ব এই যে, বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ দেবতার সমুখীন হইয়া, হৃদয়ে দেবতাবিষয়ক সঙ্কল্প রাখিয়া সুন্দরভাবে পূজার আচার নিয়ম রক্ষা করিয়া পূজাটি করিলে, অবশ্যই ফলদায়িনী হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ঐ দেবতা-পূজার নিয়মটি বলিতেছি,—অতি আনন্দযুক্ত হৃদয়ে পুষ্প ধূপ

প্রদীপের দ্বারা এবং ঐ দেবতার প্রিয় ও সুগন্ধি নৈবেদ্যসমূহের দ্বারা প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। আর যে স্থানে পূজাটী করা হইবে, সেই স্থানেই নব পল্লবের দ্বারা রচিত শয্যায় এলথেল-গায়ে শয়ন করিয়া বন্ধুজনের সহিত সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

এই প্রকার প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালের পূজায় ধর্ম্ম লাভ হয়। অতএব দুইটী পূজাতেই যখন ধর্ম্মফল প্রাপ্তি, তখন প্রাতঃকালের পূজা না করিয়া মধ্যাহ্ন-কালের পূজা করিলেই চলিতে পারে? সায়ংপূজা, পূজাকারী সর্ব্বজনকে সিদ্ধ-সঙ্কল্প করিয়া থাকে। রাত্রি-পূজা সর্ব্বাভিলাষ-উৎসবদায়িনী হইয়া থাকে ॥৪৩॥

এই তো তিনকালের পূজার মহিমা বর্ণনা করিলাম। এই মহীমণ্ডলে মনুষ্যলোকে ইহার উপর আর কোন ব্রত নাই ॥ ৪৪ ॥

এই দেবতার সকল মন্ত্র হইতে অধিকতর প্রভাবশালী যথেষ্টরূপে সর্ব্ববিঘ্ন হইতে ত্রাণকারী বহুল মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরতুল্য প্রভাবশালী প্রধানতম অষ্টাদশাক্ষর কোনও একটি মন্ত্র আছে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, এবং গাঢ়তর বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সেই মন্ত্রটিও আমি বলিব ॥ ৪৫ ॥

এই বাক্য শ্রবণে বৃন্দাগণ মনোহারী বাক্য বলিয়াছিলেন,—হে বালাচার্য্য! মন্ত্র বিনা পূজা কেমন করিয়া ফলদায়িনী হইবে? ॥ ৪৬ ॥

পূজনীয় আপনি আমাদের নিকটে সেই মন্ত্রটী উপদেশ করুন। দশদিক্ ব্যাপিয়া আপনার সুযশ প্রচার হউক ॥ ৪৭ ॥

আমরা আপনার মুখ হইতে শুনিয়া, বধূগণ মন্ত্র জানিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে এই মন্ত্র উপদেশ করিব ॥ ৪৮ ॥

এই বাক্য শ্রবণে মধুমঙ্গল বলিল,—যথাযোগ্য কথাই বলিয়াছ। সম্প্রতি আমার প্রতি সেই কুঞ্জেচরী ভগবতী দেবতা প্রসন্ন হউন। এই প্রার্থনা করিয়া নিজ অঙ্গে অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ করতঃ অতি চমকিতভাবে অর্থাৎ সহসা হৃদয়ে সেই মন্ত্ররাজের কারুণ্যময় আবির্ভাব অনুভব করিয়া ব্রজদেশ-যোগ্য বসন্তকালোচিত সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজটি উপদেশ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মন্ত্রটি যথা -"অচিন্ত্যমহসে কুঞ্জদেবতায়ৈ রসাত্মনে স্বাহা" এই প্রকার মন্ত্র উপদেশ করিয়া মধুমঙ্গল বলিল, এইতো আমি মন্ত্রের সহিত সেই কুঞ্জদেবতার প্রকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড সরলভাবে নির্জ্জনে তোমাদের নিকটে বলিলাম।

নিরপরাধে পবিত্র-হৃদয়ে এই উপাসনাকাণ্ড দ্বারা সেই কুঞ্জদেবতা যদি পুজিতা হইয়া বশীভূত হয়েন, তাহা হইলে প্রথমতঃ সেই প্রতিকূলা যোগিনী—যিনি বেগবতী নদীর মত কূল ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, তিনি অতি সত্বরই দুর্বলা হইবেন। হে আর্য্যাগণ! এই তো আমি তোমাদের নিকটে শাস্ত্রত্রয় অধ্যয়নের মর্য্যাদ প্রকট করিলাম এবং নিজ সারল্যও দেখাইলাম ॥ ৫০ ॥

কাপট্যে অতি চতুর কুতর্কী মধুমঙ্গল, নির্দ্দুষ্ট (নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যপূর্ণ) নবীন সুধার মত সুস্বাদু বাক্য সকল বলিয়া অতি সত্বর তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, সেই বৃদ্ধাগণ মধুমঙ্গলের সকল কথা যুক্তিযুক্ত এবং সুখপ্রদরূপে আদরে গ্রহণ করিয়া, ক্ষণকাল গৃহকর্ম্ম হইতে বিরতা হইয়া গৃহমধ্যে যাইয়া বসিয়া নিজ নিজ বধূগণকে ডাকিলেন। পূর্ব্বে যেমন বধূগণের প্রতি মাৎসর্য্য ভাব ছিল, মধুমঙ্গলের বাক্যে সে ভাবটি দূর হইয়া আদরবুদ্ধি আসিয়াছে। নিজ নিজ বধূগণও আশ্রমমধ্যে ঘৃতাহুতি দিবার সময় অগ্নিশিখার যেমন উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়, তেমনই সমুজ্জ্বলা বধূগণ নিকটে উপস্থিত হইলে, অতি সমাদরে উপদেশ করিয়াছিলেন— ॥ ৫১ ॥

হে বধূগণ! আপনারা অতি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—গুণ, স্বভাব, উদারতায় সর্ব্বোত্তম দেববধূগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এই ব্রজমহীমণ্ডলে আপনারা ধন্যা ॥ ৫২ ॥

কিন্তু এই আবার একটী গুরুতর দোষ, যাহা আপনাদিগের মধ্যে আছে তাহা মহীমণ্ডলে কোথাও এমত দেখা যায় না। নারীগণের পতি-বৈমুখ্য দোষের মত আর অধিকতর দোষ কি হইতে পারে? সে দোষটী শত্রুগণেরও কখনও যেন না হয় ॥ ৫৩ ॥

তাই এই দোষ নিবৃত্তির জন্য তেমন একটী উপায় কেন করিতেছ না? যে উপায়টী অবলম্বনে অনায়াসে মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৫৪ ॥

সেই উপায়টী কি? তাহাই শ্রবণ কর। তোমাদের সৌভাগ্য প্রাপ্তির প্রতিকূল বিঘ্ন বিনাশের জন্য, ভর্ত্তার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য, ভর্ত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বৃদ্ধির জন্য, গুরুজনের আনন্দ সম্পাদনের জন্য শ্রীবৃন্দাবন-মধ্যস্থিত নিরুপমা অখিলকাম-পূর্ত্তিকারিণী কুঞ্জচরী কোনও এক দেবতা আছেন। তোমরা বারংবার সেই দেবতাকে আরাধনা কর ॥ ৫৫ ॥

বধূগণ, বৃদ্ধাগণের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া, মলিন-বদনা হইলেন ও আশঙ্কার সহিত আপন মনে নানা প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন, তাহার কারণ এই যে, ইহারা সহসা কুঞ্জচরী দেবতার নাম বলেন কেন? সে দেবতা তো শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহই নহে? তবে কি কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গবিলাসের চিহ্ন সম্ভাবনা করিয়াই এই প্রকার বলিতেছেন? এই প্রকার আশঙ্কায় আত্মগত বিবিধ তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

এই সকল বৃদ্ধাগণ কি আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন? অথবা আমাদের উপরে কোন বস্তু প্রাপ্তির প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়াই কি এইরূপ বলিতেছেন? আমাদের হৃদয় যে বড় কম্পিত হইতেছে। ইহাদের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া হৃদয়খানি আন্দোলিত হইতেছে। যাহা হউক যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইঁহারা আমূল বৃত্তান্ত না বলিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই থাকিব ॥ ৫৭ ॥

এই প্রকারে সেই বধূগণ চুপ করিয়া থাকিলে, পুনর্ব্বার হিতাকাঙ্ক্ষিনী বৃদ্ধাগণ নরলোকের নিকটে যে কথাটী প্রকাশ করিতে পারা যায় না—গোপন রাখিতে হয়, অর্থাৎ যোগিনী-কৃত বিলাসটী (আমাদের বধূগণের প্রতি যে যোগিনীর দৃষ্টি হইয়াছে, এ সংবাদটী কেহ জানিতে না পারে এমত ভাবে, "ধন প্রাপ্তি কামনায় বধূগণকে দেব-পূজা করাইতেছি" ইহাই বাহিরে লোকের কাছে প্রচার করিবার জন্য) আবরণ দিয়া ব্রজদেশোচিত আচার-প্রাপ্ত মধুমঙ্গল-কথিত ব্রতটী অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আমূল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

বধূগণ, বৃদ্ধাগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত ব্রতকথা শুনিয়া, কর্ণের হিতকারী কোনও এক অনির্ব্বচনীয় রসায়ণ প্রয়োগের মত আস্বাদন করিয়া তাহারা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, মধুমঙ্গলেরই এই কার্য্য। অহো! মধুমঙ্গলের এই কার্য্যটী আমাদের মহান্ উৎসবপ্রদ হইয়াছে। নিজ নিজ মনে ক্ষণকাল এই প্রকার ভাবিয়া, হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ প্রাপ্তি জন্য বধূগণের অঙ্গকান্তিচ্ছটা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এবং একের উল্লাসযুক্ত মুখ দর্শনে অন্যের উল্লাস আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা উল্লাসযুক্ত হৃদয়ে কিছু বলিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

হে আর্য্যাগণ! এমত কোন্ রমনী আছে, যাহারা নিরাপত্তিতে আর্য্য-কথিত পথের অনুসরণ না করে? ॥ ৬০ ॥

অতএব তীব্রতর দুঃখাত্মক ব্রতানুষ্ঠান করিয়া এই দেহটীকে কৃশ করিব। গৃহে থাকিয়া কেন বৃথা সময় নষ্ট করিব? আমাদের একটী প্রহরও সার্থক হইতেছে না। এই জগতের মধ্যে গানের মত উচ্চৈঃস্বরে কোন্ রমণী প্রিয়-সৌভাগ্য প্রশ্ন না করে? "প্রিয় সৌভাগ্য" শব্দটি-শ্লিষ্ট, বৃদ্ধাগণ বুঝিলেন নারী-গণের প্রিয় ভর্ত্তা ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না। বধূগণের মনের ভাব, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের অন্য কেহ, বা অন্য কিছু প্রিয় নাই॥ ৬১॥

বধূগণ এই প্রকারে গুরুজনের উপদেশবাক্য সকল প্রতিপালনে স্বীকৃত হইলে, বৃন্দাবনে কুসুমচয়ন পরিপাটিতে আর কোন প্রকার বাধা রহিল না॥ ৬২॥

তখন গুরুজনের উপদেশানুসারে ব্রত-অনুষ্ঠানের জন্য চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, সেই দিন হইতে প্রতি দিবসই বৈকুণ্ঠবিলাসিনী লক্ষ্মী যেমন নানা দেহ ধারণ করিয়া শ্রীনারায়ণের সুখদায়িনী-লীলাসকল প্রকাশ করেন, ব্রজবধূগণও পরমোল্লাসভরে নানাপ্রকারে প্রতিক্ষণে নব নব নিজ নিজ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য প্রকটন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদনের জন্য বনে অভিসার করিতে লাগিলেন। এখন আর গুরুজনকৃত তিরস্কার নাই, বরঞ্চ গুরুজনকৃত পুরস্কারই পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যেমন গুরুজনের অজানা পথে বাহির হইতেন, এখন গুরুজনের সম্মুখ দিয়া বহুল পরিজনবর্গ সঙ্গে লইয়া রথ-বেগজয়ী সঙ্কল্প-বেগ ধারণ করিয়া অতি সত্বর ভাবাক্রান্ত-চিত্তে বৃন্দাবন-মধ্যে অবস্থান করতঃ॥ ৬৩॥

কোন অনির্ব্বচনীয় অতি কৌতুকভাবে কুসুম সকল চয়ন করিতে করিতে ধেনুপালনকারী বনবিহারী মনোহারী পরম সুন্দর অতিমধুর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লালসায় অতি উৎকণ্ঠিতা হইয়া, পৃথিবীমধ্যে এমন কোন্ আনন্দরাশি আছে, যাহা তাঁহারা প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন? তাৎপর্য্য এই যে, এই কুসুম চয়ন করিতে অবশ্যই নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব এবং দর্শন পাইলে এমত এমত বিহার-রাশি করিব। এই প্রকার বিবিধ সঙ্কল্পের উদ্গম জন্য বিবিধ প্রকার আনন্দ উল্লাসরাশি লাভ করিয়াছিলেন॥ ৬৪॥

অনন্তর কাত্যায়নী পূজার কতিপয় দিবস অন্তে, কাত্যায়নী-ব্রতপরা সেই কুমারিকাশ্রেণী, আপনাদের প্রতি মনোহারী শ্রীকৃষ্ণ যে আশ্বাসবাক্য (কাত্যায়নী-ব্রতান্তে বর প্রদানকালে "হে অবলাগণ! আমার সহিত তোমাদের প্রথম

মিলনটী, আমার সঙ্কল্পিত শুভরজনী যে রজনীতে মিলিত হইবে, এমন আগামী শারদীয় পূর্ণিমা রজনীতে বিহার করিবে, তোমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে" এইরূপ যে আশ্বাসবাক্য) দিয়াছিলেন, ধৈর্য্য লজ্জাদি বিনাশকারী গাঢ় উৎকণ্ঠার আবেগে সেই সময়ের অপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রিয় বৃত্তিগণের অতি বিলম্ব সহিবার আর সামর্থ্য রহিল না। কোন এক অলোক-সামান্য উৎকণ্ঠারাশিতে অতিশয় উদ্বেগ উপস্থিত হইতে লাগিল, সেই অদম্য উৎকণ্ঠাই কুমারিকাগণের কণ্ঠের আভরণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাতে কণ্ঠুমনা হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই যেন মলিনবদনা হইলেন। তখন কুমারিগণের এই প্রকার মলিন বদন দর্শন করিয়া যদ্যপি জননীগণ অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়াছেন, তথাপি কুলমর্য্যাদা ত্যাগে অসমর্থা হইয়া নিজ নিজ কন্যাগণকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—॥ ৬৫ ॥

অয়ি কন্যকাগণ! তোমরা নিজ নিজ চিত সাধনের নিমিত্ত যে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলে, তাহাতে যে প্রত্যাদেশ তোমাদের প্রতি হইয়াছিল, সেই প্রত্যাদেশের, পৃথিবীমণ্ডলমধ্যে চমৎকার সম্পাদনকারী নিয়মটী কি? এইপ্রকার জননীগণের নীতিপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া তরঙ্গবতী নামে কন্যকাগণের কোনও ধাত্রীজননী বলিয়াছিলেন—॥ ৬৬ ॥

হে গৃহেশ্বরীগণ! আমার এই কথাটী অবধান করুন। যদবধি ইহারা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছে, সেই পূজার পর হইতে এতদিন পর্য্যন্ত আপনারা কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই, আপনাদের জিজ্ঞাসা ভিন্ন ইহারা কেমন করিয়া আত্মবৃত্তান্ত বলিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে, কুলকন্যাসমূহের এইটীই সুনীতি। সম্প্রতি আপনারা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন অনুমতি অনুসারে ইহাদের বোধ অনুরূপ সকল বৃত্তান্ত অবশ্যই বলিবে॥ ৬৭॥

সকল সময়ে ইহাদের নিকটে থাকি বলিয়া, আমি ইহাদের সকল বৃত্তান্ত অবগত আছি, যদি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে সুনীতি অবলম্বনে আমিই বলিতেছি, তাৎপর্য্য এই যে—পতিপ্রাপ্তিকামনায় অনুষ্ঠিত ব্রতবৃত্তান্ত কন্যকাগণের মুখ দিয়া প্রকাশ হওয়াটী সুনীতিবিরুদ্ধ। এই ধাত্রেয়ী তরঙ্গবতীকে মুখরার সমভাবা বুঝিতে হইবে॥ ৬৮॥

যাহার গতিবিধি সর্ব্বদাই সকল দেবসমাজ কর্ত্তৃক অগম্য, কন্যকাগণ কর্ত্তৃক

আরাধিতা সেই যোগমায়া দেশকাল-উচিত অলোকসামান্য কোনও আদেশ করিয়াছিলেন॥ ৬৯॥

আদেশটী এই,—যাঁহার প্রভাব-তরঙ্গে, সকলের প্রভাব অতি তুচ্ছীকৃত হইয়া থাকে, যাঁহার মহামহিমা আমাদের অগোচর, কমলিনীগণের পতি দিনপতি সূর্য্যের মত, কিম্বা ভ্রমরীগণের সম্বন্ধে মহাচঞ্চল মহাভ্রমরের মত কোনও অনির্ব্বচনীয় প্রভাবশালী পতি অল্প দিন-মধ্যেই তোমাদের গোচর হইবে। এস্থলে দুইটী দৃষ্টান্ত দিবার তাৎপর্য্য এই যে, কমলিনীগণের পতি সূর্য্যের প্রভাব প্রচুর থাকিলেও প্রীতিবিষয়ে ন্যূনতা প্রচুর রহিয়াছে। কারণ সূর্য্যের গগনে স্থিতি, আর কমলিনী-গণের জলে স্থিতি জন্য নিকট সম্বন্ধের অভাব। দ্বিতীয়—কমলিনী ও সূর্য্যের এক জাতীয়তার অভাব তৃতীয়—সূর্য্য, কমলিনীর কোন অপেক্ষা করে না। প্রথম দৃষ্টান্তে এই সকল দোষ থাকা জন্য, দ্বিতীয় ভ্রমর ও ভ্রমরীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন॥ ৭০॥

যে পতির সঙ্গ-প্রভাবে তোমাদের লক্ষ্মী হইতেও উত্তম সুখ বিস্তারকারী সৌভাগ্য-ভাস্করের প্রতাপ, অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইবে॥ ৭১॥

কিন্তু পতি-প্রাপ্তি-সঙ্কল্পের অনুগত এই ব্রতটির কোনও একটি উত্তর-ক্রিয়া এই ব্রতের জীবনরূপিণী। অর্থাৎ সেই উত্তরক্রিয়াটি অনুষ্ঠান না করিলে, অনুষ্ঠিত ব্রতটি ফলপ্রদ হইবে না। তোমরা আমার প্রতি অতিশয় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ বলিয়াই, অর্থাৎ আমারই অনুগ্রহে তোমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তি হইবে, এই বিশ্বাসটি অতি গাঢ়তর আছে বলিয়াই, তোমাদের কল্যাণের জন্য এই উত্তর-ক্রিয়াটী অনুষ্ঠানের জন্য আদেশ করিতেছি। তোমরা ধৈর্য্য অব-লম্বন করিয়া সেই উত্তর ক্রিয়াটি অবশ্যই অনুষ্ঠান করিবে। অনুষ্ঠান না করিলে ব্রত-ফল পাওয়া অসম্ভব॥ ৭২॥

সেই উত্তর-ক্রিয়াটি কি, তাহাই অবধারণ কর।—সাক্ষাৎ আমার আদেশানু-সারে অন্যাসক্তি ত্যাগ করিয়া, আমার পূর্ব্বোক্ত কথার উপরে সুদৃঢ় বিশ্বাস করিয়া অনুষ্ঠানটি কর। নিরুপম-গুণবৃন্দ অভীষ্ট ফল দানে সমর্থা, স্বরূপেই অতি করুণাময়ী আমার স্বরূপ হইতে অভিন্না, বৃন্দা নামে বৃন্দাবন-দেবতা কেহ আছেন সেই দেবী তোমাদের সকল সিদ্ধির জন্য হইবেন। অতএব ব্রতদেশ-রীতি অনুসারে তোমরা কতিপয় দিবস বৃন্দাবনে যাতায়াত হইতে নিবৃত্তা হইওনা॥ ৭৩॥

এই বৃন্দাবনটি সিদ্ধবন, সাধনের এবং সাধনের সঙ্গে ফল প্রাপ্তি, এবং ফল প্রাপ্তির সঙ্গে ভাবানুরূপ বিবি-সঙ্কল্প উদ্গমময় ও প্রীতি মাখা বিবধ সঙ্কল্পের সম্পাদক। তাৎপর্য্য এই যে অন্যান্য ধাম সাধনক্ষেত্র, শ্রীবৃন্দাবন সিদ্ধক্ষেত্র, অর্থাৎ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই অভীষ্টসিদ্ধি-প্রাপ্ত। অভীষ্ট-সিদ্ধির সঙ্গে প্রীতিময় সঙ্কল্পের উদ্গম হইয়া থাকে। প্রীতিমাখা সঙ্কল্প উদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদন প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

এই বৃন্দাবনে যাতায়াত করিলে, তোমাদের অভীষ্ট-বিষয়ে সিদ্ধি অতি সত্বরেই হইবে এই হেতু, হে গৃহেশ্বরিগণ! তোমরা নিজ নিজ কন্যাগণের অনুষ্ঠিত ব্রতের উত্তর-ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য অনুমোদন কর। যাহাতে অন্য কথা-প্রসঙ্গ না করিয়া অতি উল্লাসভরে ইহারা প্রতিদিন বনমধ্যে আসিয়া দেবী-প্রত্যাদিষ্ট উত্তর-ক্রিয়া সম্পাদন করে, যেহেতু তোমাদের অনুমতি না পাইলে স্বাধীনভাবে ইহারা কিছু করিতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

ধাত্রী তরঙ্গবতীর এই প্রকার সুখপ্রদ বাক্য শ্রবণে আদেশকারিণী জননীগণ অনুমোদনকারী ঈষৎ হাস্য যখন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

তখন জননীগণের অনুমতি পাইয়া অন্য কোন অপেক্ষা না করিয়া ধন্যা প্রভৃতি সেই কন্যাগণ নির্ব্বাধ রীতিতে বৃন্দাবনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

তখন পারোঢ়া এবং অনূঢ়া এই দুই শ্রেণীর সকলেই বৃন্দাবনে প্রবেশ উপযোগী মনোহারী চাতুর্য্যের কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম ও অতি শ্রেষ্ঠ এই চারি প্রকারের মধ্যে, চতুর্থ অতিশ্রেষ্ঠ রসপারিপাটীতে সুচতুরা যখন হইলেন, তখন শিশির (শীত ঋতু) বিরত হইল, এবং রসময় বসন্ত ঋতু আগমন করিল। [এই স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, যদ্যপি শীত ঋতুর ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত স্থিতি হওয়া উচিত, এবং বসন্ত ঋতুরও চৈত্র মাস হইতে প্রারম্ভ হওয়া সমুচিত ছিল, তথাপি শ্রীল ব্রজদেবীগণের বৃন্দাবন-বিলাসের অতিশয় সমুৎকণ্ঠা জন্য, অতি অল্প দিন ভোগের পরই শীত ঋতু নিবৃত্তি হইল, সুখময় বসন্তের আগমন হইল। যেহেতু শীত ঋতু জড়তা সম্পাদক বলিয়া লীলা উল্লাস সম্পাদনে অযোগ্য। আরও বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই, শ্রীভগবানের লীলা কালাধীন নহেন, লীলারই অধীনে কালের স্থিতি]॥ ৭৮ ॥

এইক্ষণে শীত ও বসন্ত এই দুই ঋতুর সন্ধি অবস্থা বর্ণন করিতেছেন। শীত ঋতুরূপ হস্তী বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইল বলিয়া দন্তরূপ কুন্দকুসুম-কলিকা স্খলিত হইল। বসন্ত-ঋতুরূপ সিংহ-শাবকের দন্তরূপ কেশর কুসুম উদ্গম হইল। শীত ঋতু যাইতেছে দক্ষিণ মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, কালরূপ পুরুষের নাসিকার শ্বাসবায়ুর যেন ব্যতিক্রম ঘটিল। অর্থাৎ এতদিন পর্য্যন্ত উত্তর দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, এখন দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মানুষের যেমন কতক দিন দক্ষিণ নাসিকা দিয়া, এবং কতক দিন বাম নাসিকা দিয়া নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, কাল নামক পুরুষেরও যেন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

আরও বলিতেছেন—লতারূপ সখী গর্ভে উদ্গত কলিকা ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাহিরে প্রসব করিতেছে না। কুহুকণ্ঠ কোকিলগণ নিজ কণ্ঠে অস্পষ্ট মধুর কুহুধ্বনি আলাপ করিতেছে বটে, কিন্তু বাহিরে বিস্তার করিতেছে না। পবন মলয়াচল হইতে প্রস্থান করিতেছে বটে, কিন্তু মলয়াচলকে ত্যাগ করিতেছে না। সকলেই একসঙ্গে শীত ঋতুর প্রস্থানটী অপেক্ষা করিতেছে ॥ ৮০ ॥

লতারূপ সখীগণের কলিকা প্রসবের কাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া বন্ধু-বধূ-শ্রেণীরূপ ভ্রমরীগণ আবেশ পূর্ব্বক বারম্বার প্রসব করিল কিনা এই সংবাদটি লইবার জন্য মৃদু অস্পষ্ট মধুর ঝঙ্কারে প্রসবের আর কত বিলম্ব আছে, এইরূপ যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে ॥ ৮১ ॥

আরও বলিতেছেন—আম্র মুকুলের সুগন্ধিযুক্ত বায়ু কর্ত্তৃক আশ্বাস প্রাপ্ত কোকিলকুল, নব মুকুল উদ্গম হইল কিনা, এই অনুসন্ধান-পরিপাটিতে আম্র বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছে। তখনই "কুহু" এই আলাপটি কণ্ঠকুহরে গাঁথা আছে বটে, কিন্তু অতি কোমল স্বরে আলাপ করিতে লাগিল। তাহার কারণ এই, অমাবস্যার একটি নাম 'কুহু", যদি উচ্চৈঃস্বরে কুহু বলিয়া আলাপ করা হয়, তবে হয়তো অমাবস্যাই আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, যদি অমাবস্যা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আম্র মুকুল আর বাহিরে বিকাশ হইবে না, যেহেতু জ্যোৎস্না বহুল রজনীতেই আম্র-মুকুল বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

এই প্রকার বিকশিত কুসুমাবলীর সৌরভে সুরভিত প্রবৃত্ত বসন্ত ঋতু কর্ত্তৃক অলংকৃত যে দিবস দুই এক দিনের মধ্যে হিম ঋতুর গৌরবযুক্ত মধ্যস্থান বিনাশ

করিবে, এই প্রকার গুণসম্পন্ন দিবসে বনপ্রদেশ যেন স্নান করিল, তরুগণ যেন উল্লসিত হইল, লতাগণ যেন উদ্বর্ত্তিত, দশদিক্-বধূগণ যেন হাসিতেছে ও রজনী সকল চাঁদের জ্যোৎস্নারূপ চন্দনে যেন অনুলিপ্ত, মলয়ানিল যেন অঙ্কুরিত, পরিমল সকল যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরিত, ভ্রমরকুল যেন সভা গ্রন্থন করিতেছে, আম্রবৃক্ষ যেন মুকুলিত হইল, মাধবীলতা যেন জাগরিত, অধিক কি বলিব নব নব ভাবোদ্গমে সকলের দেহই যেন পরিবর্দ্ধিত হইল ॥ ৮৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবন-প্রদেশ ষড়্ঋতুর ষড়্বিধ কলাকৌশলে যদ্যপি অতি কমনীয়, তথাপি শ্রীগোবিন্দের লীলাসময়ের অনুরূপে অনুগতভাবে কখন ছয়টী ঋতু যথাক্রমে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন হিম ঋতুর পর শীত ঋতু, শীত ঋতুর পর বসন্ত ঋতুর প্রবৃত্তি। আবার কখনও বিপরীত ক্রমে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। [যেমন বিদগ্ধমাধবনাটকে বর্ণিত শ্রীগোবিন্দের আদেশানুসারে শ্রীবৃন্দাদেবী বর্ষা ঋতুতেও গৌরীতীর্থে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব করাইয়াছিলেন। কখন লীলাশক্তি-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, সেই সকল ঋতুগণের নব নব ভাবে লীলার অনুকূলে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

এই প্রকার সকল গুণাকর ঋতুরাজ বসন্তের প্রবৃত্তি হইলে, যাঁহারা পূর্ব্বানুরাগের আবেগ হৃদয়েতে বহন করিতেছেন, সেই গোকুল-ললনাগণের সম্যক্ ভোগ-লালসা সকল পরিপূরণের জন্য, কোন বলীয়সী অর্থাৎ যাহাতে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, লজ্জা প্রভৃতি জনিত সঙ্কোচ নাশ করে, এই প্রকার বসন্তোৎসব লীলাপরিপাটী রচনা করিতে হইবে ॥ ৮৫ ॥

শ্রীভগবান্ (পরমসুন্দর), এই প্রকার মনে বিচার করিবার সঙ্গে সঙ্গে এমত এক অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতে লাগিলেন ; যে আনন্দে কোনও এক অনির্ব্বচনীয় শোভাবিশেষ ধারণ করিলেন, যে শোভা-বিশেষে দর্শনকারী প্রণয়িজনমাত্রের হৃদয়ের সকল দুঃখ বিদূরিত হইতে লাগিল। নিখিল সৌভাগ্যের পরমাশ্রয় সেই ব্রজরাজের নন্দন যুবরাজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের সঙ্কল্প বুঝিয়া সেই প্রসিদ্ধা বনদেবীগণ, অভিনব বসন্তের সমাগমে যদ্যপি বনপ্রদেশ সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে, তথাপি নিজ নিজ কৌশলের সহিত মিলিত অতি মনোহারী মহাশিল্প সকলের রচনাকৌশলসমূহ দ্বারা নানাবিধ বেশে বনপ্রদেশ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এমতভাবে বনপ্রদেশটী সাজাইয়াছিলেন, যাহাতে

ভূমণ্ডলস্থিত সকল সৌভাগ্য একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ভূলোক মধ্যগত যত প্রকার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আছে, সে সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যই শ্রীবৃন্দাবনের বনপ্রদেশে উদ্ভাসিত করাইয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

কি প্রকারভাবে বনপ্রদেশটী সাজাইয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন। চমরী-ধেনুগণের পুচ্ছ দ্বারা পুষ্পবনের ভূমিতল মার্জ্জিত, কস্তূরীযুক্ত হরিণীগণ কর্ত্তৃক নিজ অসাধারণ মৃগমদের দ্বারা সুবাসিত, বৃক্ষগণ কর্ত্তৃক বিকসিত কুসুম সমূহের মকরন্দবিন্দু সমূহের দ্বারা সিঞ্চিত, ভ্রমরকুল সঙ্গীত বিস্তার করিতে লাগিল, লতাসমূহ মলয়ানিলসংযোগে চালিত হইয়া নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। এই প্রকার বনপ্রদেশ সুসজ্জিত হইলে, অদ্য বসন্ত ঋতুর প্রথম দিবসে বসন্তোৎসব-ক্রীড়াবিশেষ-মন্থর শ্যামসুন্দর, বহু দূরগামী নিজ কান্তিরাশিতে দশটি দিক্ শ্যামলিত করিয়া অসাধারণ মাধুর্য্য-সুধাকণা-উদ্গারী নিজ তনু দ্বারা বর্ষা ঋতুর ভ্রম জন্মাইয়া সকল দিকে মূর্ত্তিমান্ বসন্তোৎসব বিধান করিবে ॥ ৮৭ ॥

এই প্রকার শ্রবণ নয়ন এবং চিত্তের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনকারী যথাযথ বৃত্তান্ত ব্রজের প্রতি পথে পথে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইলে, স্বাভাবিক নিরুপাধি অনুরাগের আবেগে যাহাদের চিত্ত আবিদ্ধ, সেই সকল সুধাকর-বিনিন্দি সুমুখী ব্রজরমণীগণের চিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল ॥ ৮৮ ॥

এই প্রকার অবস্থাটী ঘটিলে, চন্দ্রাবলী নিজ পরিজন সহ, শ্যামলাদেবী নিজ হিতকারী সহচরীমণ্ডলের সহিত, শ্রীবসন্তোৎসব-সমুচিত রতিকলা দেখিবার জন্য এবং দেখাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া লজ্জানাশকারী জাগরিত বসন্তোৎসবে মাতিয়া বৃন্দা-বিপিনে অভিসার করিলেন ॥ ৮৯ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ শ্রীবৃন্দাবনে অভিসার করিলে শ্রীবৃন্দাপ্রভৃতি বনদেবতাগণ উল্লাসভরে প্রীতিমাখা অতিশয় আদরের সহিত সমাগতা শ্রীরাধাদি কৃষ্ণকান্তাগণের নিকটে মিলিতা হইয়া বসন্তোৎসব-উচিত মঙ্গলময় বেশ, বসন, ভূষা প্রভৃতির দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সাজাইতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

হে প্রমদাগণ! আগামিনী রজনী সকল আমার সহিত রমণোৎসবে অতিবাহিত করিবে, এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপি আশ্বাস বাক্য দিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের হৃদয়ে নানাবিধ সঙ্কল্পের উদগম জন্য ক্ষণকালও অযুত কল্পের মত মনে করিয়া শ্রীরাধাচন্দ্রাবলীর মত যত্না প্রভৃতি কন্যাগণও অসঙ্কোচে

নির্ভয়ে যখন আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, তখন বনদেবতাগণ "যেন কোনও স্বর্ণলতার উদ্যান একটীর পর একটী পর্য্যায়ক্রমে হাটিয়া চলিয়া আসিতেছে," এই প্রকার মনে করিয়া কুমারীগণকে দর্শন করিয়াও অতিশয় বিস্মিতা হইয়াছিলেন ॥ ৯১ ॥

তখন বনদেবতাগণ প্রীতিমাখা বহু আদরের সহিত শ্রীরাধাচন্দ্রাবলী প্রভৃতির মত, বসন্ত উৎসবের অনুরূপ অতি সুন্দর বেশভূষাদি দ্বারা তাহাদিগকেও সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৯২ ॥

তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাকে প্রথমে সাজাইলেন। সেই সাজাইবার প্রকারটী যথা—কেশ কলাপে পুন্নাগ কুসুম, ^সীথিতে অশোক কুসুম, কর্ণে আম্র-মুকুল, স্তনাগ্রে মাধবী-কুসুমের দল দ্বারা রচিত মাল্য অর্পণ করিয়া, কেবল কুসুমের দ্বারাই শ্রীরাধিকাকে অলঙ্কৃত করিয়া, শ্রীবৃন্দাদেবী আনন্দরস-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৯৩ ॥

বসন্ত-উৎসবে অতিশয় উৎসাহের গৌরবে যাহাদিগের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়াছে, এমত অন্য অন্য গোপিকাগণকে বনদেবতাগণ "আমি সাজাইব, আমি সাজাইব" এই প্রকার উল্লাসযুক্ত হৃদয়ে, অতি সুরভি কুসুম-অলঙ্কারে মনোহারী রচনার পরিপাটিতে যে অঙ্গে যে কুসুম যেমন ভাবে সাজে, তেমনি ভাবে প্রতি অবয়ব অতিশয়রূপে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ॥ ৯৪ ॥

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণবল্লভা গোপীগণকে সাজাইবার পর যাহা হইয়াছিল, তাহাই কিছু বলিতেছেন—কল্পলতিকার সহিত কল্পবৃক্ষ সমূহ, সকল দিক হইতে রত্নময় অলঙ্কার, কাঞ্চনময়ী শাটী, স্বর্ণবর্ণ কঞ্চুলিকা-শ্রেণী, যাহা অতি বিচিত্র ও সুকোমল চীনবস্ত্রের (সিল্কের) উড়না, তাম্বূল, মৃগমদ, কুঙ্কুম, চন্দন, প্রভৃতি অনুলেপ. বিবিধ বর্ণের ফুলে গাঁথা সুগন্ধি মালা, এই সকল বিহারদ্রব্য স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯৫ ॥

যাহা একটু জোরে বাতাস লাগিলেই ফাটিয়া যায়. এবং অতি স্বচ্ছ অর্থাৎ ভিতরে কোন্ বর্ণের খেলাধুলী পূর্ণ আছে, তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়—এবম্ভূত জাতুষ (গালারচিত) সম্পুটের ভিতরে পূরিত নানা বর্ণের বিলাসচূর্ণ সমূহ, মৃগমদ-পঙ্ক বিবিধ প্রকার পুষ্পরচিত ধনু, পুষ্পরচিত বাণ, রত্নময় অলঙ্কার সকল প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯৬ ॥

১ অলক পঙ্ক্তির উপর বকুলপুষ্প

তৎপর মাতঙ্গীনামে সঙ্গীতশাস্ত্রের কলাকৌশলে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা, নানাবিধ বীণাবাদ্যে প্রবীণা, প্রীতিমতী সহচরীগণকে সঙ্গে লইয়া এবং মূর্ত্তিমান বসন্ত-রাগকে, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, (সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি,) মূর্ত্তিমান এই সাতটি স্বরকে, সর্ব্ব অবয়বে পরিপূর্ণ দ্বাবিংশতি শ্রুতিকেও সঙ্গে লইয়া আবির্ভূ্তা হইয়াছিলেন। যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই স্ত্রীবেশধারী ॥ ৯৭ ॥

সেই মাতঙ্গী আবির্ভূতা হইয়া অতি আদরের সহিত এবং সঙ্কোচের সহিত পরমানন্দে যখন সকল ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে মুখ্যা হেমাম্বুজমুখী বৃষভানু-নন্দিনীর চতুর্দ্দিকে ঘেড়িয়া উপবেশন করিলেন, তখন বাগ্মিনীগণের মুকুটমণি-বৃন্দাদেবী তাঁহার সম্মুখীনা হইয়া বলিয়াছিলেন ॥ ৯৮ ॥

অয়ি গুণময়ি গুণগ্রাহিণি রাধে! আমার কথা শ্রবণ করুন। এবং আমার কথার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করুন ॥ ৯৯ ॥

ইনি নামে মাতঙ্গী, সঙ্গীতশাস্ত্রের বোধক চাতুর্য্যে অতি শ্রেষ্ঠা অধ্যাপিকা। পরম পূজনীয়া মহীয়সী আপনার আনন্দ প্রদানকারী এমত বসন্তোৎসব-কৌতুকে এই পৃথিবীতে কাহার চিত্ত অনুরাগযুক্ত না হয়? এই ভাবিয়া শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসামগ্রী সঙ্গে লইয়া আপনার চিত্ত বিনোদ সম্পাদনের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১০০ ॥

ইহারা সকল এই মাতঙ্গীর সহচরী, ইহারা প্রত্যেকেই বীণাবাদনে প্রবীণা এবং পরম গুণবতী। যাহার কেশ কলাপে ময়ূরপুচ্ছ-সমূহে চূড়াটী রচিত, যিনি আম্রমুকুল দ্বারা কোকিলকে পোষণ করিতেছেন, যিনি স্বভাবেই মাতোয়াল, মেঘের মত নীলবর্ণ, স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তোমার নিকট বসিয়া আছেন, ইনি কিন্তু মূর্ত্ত বসন্তরাগ ॥ ১০১ ॥

অনন্তর মূর্ত্ত বসন্তরাগের বর্ণনটী শুনিয়া হৃদয়ে অসীম আনন্দ লাভ করিয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের মত আকারটী শ্রবণ করিয়া, অতি কৌতু-হল বশতঃ প্রীতিযুক্ত দর্শন-ইচ্ছায় রসময় সরল অপাঙ্গ-কোণে যখন কিছু দেখিয়াছিলেন, ॥ ১০২ ॥

তখন নবীন স্ত্রীবেশধারী সেই বসন্তরাগ, নিজ মনেরও অগোচর কোন অনির্ব্বচনীয় আত্মকৃতার্থতা মনে করিয়াছিলেন, ॥ ১০৩ ॥

তখন হস্তিনীর মত ললিত-গতি, সঙ্গীত-বিদ্যার অধ্যাপিকা মাতঙ্গী বলিয়াছিলেন, ॥ ১০৪ ॥

অয়ি! কালীয়নাগের ফণায় নৃত্যবিদ্যায় কৃতকী কৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়ে রাধে! আমার কথায় অবধান কর। (এ স্থানে এইরূপ সম্বোধন করিবার অভিপ্রায় এই যে, তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যেমন সাপের মাথায় নাচিয়া নৃত্যবিদ্যা-কৌশলের পরিপাটী দর্শন করাইয়া অখিল গন্ধর্ব্ববর্গের শিরোমণিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তুমি আবার তাহারও চিত্তবিমোহনকারিণী, অর্থাৎ গন্ধর্ব্ববিদ্যার কৌশল-পরিপাটীতে অতি সুচতুরা) তোমার চরণ-সরোজ সেবায় পরিচয় দিবার জন্য অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা দ্বারা তোমার চিত্ত বিনোদ সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে কিন্নরলোক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

এই যে মণ্ডলীটা দেখিতেছ, ইহারা সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সপ্ত-স্বর। তোমার চরণ সমীপে মনোহর স্ত্রীবেশধারিণী দ্বাবিংশতি শ্রুতিলতা। এই শ্রুতিগণকে কিন্নরীগণও নিজকণ্ঠে বিভাগ করিতে পারে না। ইহারা সকলেই তোমারই চরণ-সরোজ সেবা করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। এ স্থানে বুঝিতে হইবে যে শ্রীরাধা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ বল্লভাগণ বুঝিলেন, সপরিকরে মাতঙ্গী কিন্নরলোক হইতে আগমন করিয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীবৃন্দাদেবী কল্প-বৃক্ষ হইতেই ইহাদিগকে আবির্ভাব করাইয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

তখন এই কথা শুনিয়া শ্রীললিতাজীর মনে একটা আশ্চর্য্য বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় কৌতুক-উল্লাসভরে কুতুহল-রসাবহ ললিতাক্ষরে বলিয়াছিলেন—॥ ১০৬ ॥

অয়ি সঙ্গীতদেবি! কিন্নররাজ-বধূগণ কি কণ্ঠের দ্বারা শ্রুতি সকল বিভাগ করিতে পারে না? ॥ ১০৭ ॥

ললিতাসখীর এই কথা শুনিয়া মাতঙ্গী তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—অয়ি ললিতে! কিন্নররাজ-বধূগণের কণ্ঠ কফাদি দোষে দূষিত বলিয়া শ্রুতি সকল বিভাগ করিতে পারে না! এই জন্য চল এবং অচল ভেদে দুই প্রকার বীণার কথা বলিব। হে পরমে! পরমেষ্ঠি ব্রহ্মাই এই চল এবং অচল বীণা দুইটী সৃষ্টি করিয়াছেন। চল বীণাতে দ্বাবিংশতিটী শ্রুতি নিবদ্ধ আছে, আর অচল বীণায় সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি এই সাতটী স্বর নিবদ্ধ আছে ॥ ১০৮ ॥

অধিক বলায় কি প্রয়োজন, সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা

করিয়া দেখ, মনের সন্দেহ ঘুচিয়া যাউক। এই যে চারিটী বিবিধ বর্ণমিশ্রিত শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেছ, ইহারা শ্রুতিসুখপ্রদ ষড়্জ স্বরের শ্রুতি। কণ্ঠে ইহাদের বিভাগ করা অসম্ভব॥ ১০৯॥

এই বলিয়া মাতঙ্গী চারিটী শ্রুতিতে সমুজ্জ্বল ষড়্জ স্বরের চল বীণাতে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই আলাপের পথে অতি রমণীয় শ্রীমূর্ত্তি-ধারিণী ষড়্জ স্বরের চারিটী শ্রুতির তনু স্বয়ংই ধ্বনি করিয়া উঠিল॥ ১১০॥

তৎপর বীণা রাখিয়া সেই ষড়্জ স্বরের চারিটী শ্রুতিকে নিজ নিজ ভাগে বিভাগ করিয়া কণ্ঠে গান করিতে আরম্ভ করিলে, সেই চারিটী শ্রুতির মধ্যে একটীও সবিশেষ ভাবে প্রতিধ্বনি করিল না॥ ১১১॥

কিন্তু যখন সঙ্গীতপ্রবীণা মাতঙ্গী চল বীণাতেই চারিটি ষড়্জ স্বরের শ্রুতি যথার্থ বিক্রমের সহিত যথাক্রমে তন্ত্রীতে বাজাইতে লাগিলেন, তখন শ্রুতির মত (বেদের) ষড়্জ স্বরের চারিটী শ্রুতিই অনুকূল ভাবে বাজিয়া উঠিল। যেহেতু চল বীণায় শ্রুতি সকল যথার্থভাবে আলাপিত হইয়াছিল॥ ১১২॥

এই প্রকার সেই সঙ্গীতবিদ্যাবিনোদ-চমৎকারের কারণ উপস্থিত হইলে, সঙ্গীতবিদ্যা নামে শ্রীরাধিকার একটী সহচরী কোনও বিশেষ প্রেরণায় সৌহার্দ্দ সূচনার জন্য পরিহাসের মত করিয়াছিলেন। এই পরিহাসটী মাতঙ্গীর সঙ্গীতের পরাভব দানেই তাৎপর্য্য॥ ১১৩॥

অয়ি সঙ্গীত-দেবতে! তোমার এইটী পরম কৌশলই বটে; যেহেতু এই একটী ষড়্জ স্বরকেই অবিকলভাবে সমুজ্জ্বলরূপে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অখণ্ডিতরূপে তন্ত্রীতে (তারেতে) আলাপ করিলে, একটী শ্রুতিও নিষাদ স্বরকে স্পর্শ করে নাই, অথবা ঋষভ স্বরকেও স্পর্শ করে নাই, এইটীও তোমার শ্রুতি আলাপের পরম কৌশল॥ ১১৪॥

কিন্তু যাহাদের স্বর্গের সঙ্গে পরিচয় নাই, অর্থাৎ দেবতা ভিন্ন মানবের পক্ষে স্বরের পরিচয় করা অতি দুর্লভ॥ ১১৫॥

কিন্তু এই বৃষভানুনন্দিনীর কোনও সুললিতা ললিতা নামে নবীনা সখী, কণ্ঠের দ্বারাই এই সকল শ্রুতি যথাযথরূপে বিভাগ করিতে সমর্থা। যদি দেখিবার জন্য কৌতূহল হয়, তাহা হইলে আদেশ কর এই ললিতা নিজ কৌশলের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করুক॥ ১১৬॥

সেই কৌশলের পরিপাটী কি প্রকার, তাহাও শ্রবণ কর। কোন্ স্বরের কতটী শ্রুতি, ইহা জানা না থাকিলেও একস্বরে গুপ্তভাবে অবস্থিত শ্রুতিসকলের অসাধারণভাবে দ্বাবিংশতিগণই অর্থাৎ সপ্তস্বরের দ্বাবিংশতিশ্রুতিই ইনি কণ্ঠে আলাপ করিয়া, শ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতি বিশেষরূপে বোধ করাইয়া পরিচয় করাইতে সমর্থা। সঙ্গীতবিদ্যা এই প্রকার শ্রীললিতার উৎকর্ষ বর্ণন করিলে, বনদেবতাগণ সেই সঙ্গীতবিদ্যাকে বলিয়াছিলেন—অয়ি সঙ্গীতবিদ্যে ! এই মাতঙ্গীদেবী যে এই সঙ্গীতবিদ্যাটি ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা চতুর্মুখ শ্রীব্রহ্মার মূখ হইতেই নির্গতা। আর তোমাদের এই সঙ্গীতবিদ্যাটি ব্রহ্মার সৃষ্টির বাহিরে, অতএব তাহাদের দুইয়ের কথাই সত্য। শ্রীবৃন্দাদেবীর তাৎপর্য্য এই যে, তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যায় তোমাদেরই অধিকার। কারণ তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যাটীও চিদানন্দময়ী, তোমরাও চিদানন্দস্বরূপা। অর্থাৎ প্রাকৃত বিকার—কফ-পিত্ত-বায়ু দোষে শরীর দূষিত নয় বলিয়াই তোমরা কণ্ঠে আলাপ করিতে পার ! আর কিন্নরীগণের প্রকৃতিবিকার কফাদি দোষ আছে বলিয়াই কণ্ঠে শ্রুতি আলাপ করিতে পারে না ॥ ১১৭ ॥

এই প্রকার সঙ্গীতবিদ্যার বাক্য শ্রবণে মাতঙ্গীর মনে ক্ষোভের উদয় দেখিয়া, সকলকে সম্মান দেওয়াই যাহার স্বভাব সেই করুণাময়ী শ্রীরাধা, হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। তখন মনোবাক্যের অগোচর চিদানন্দময়ী লীলার যিনি পরমাশ্রয়া, সেই শ্রীরাধা অতি দুঃখিতা হইয়া ভ্রুভঙ্গী করতঃ স্বয়ং বলিয়াছিলেন—অয়ি মিথ্যাবুদ্ধি সঙ্গীতবিদ্যে ! যেমন শ্রুতিগণের (বেদগণের) ভিন্নার্থ করণ কল্পনা দ্বারা মানবের পক্ষে অসম্ভব, একমাত্র ঐশীশক্তি দ্বারাই তাহা সম্ভবে, তেমনই যে শ্রুতিগণের কণ্ঠের দ্বারা বিভাগ করা দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব, তাহা কি কখনও নবীন মানুষ আমাদের প্রযত্নসাধ্য হইতে পারে ? ॥ ১১৮ ॥

অতএব হে মিথ্যাবাদিনি সঙ্গীতবিদ্যে ! মিথ্যালাপে বিরতা হও, লক্ষ্মী পর্য্যন্ত কণ্ঠের দ্বারা শ্রুতি বিভাগ করিতে সমর্থা নয়, ললিতার কথা তো দূরে থাকুক। হে দয়িতসঙ্গীতে ! আপন সঙ্গীতের দ্বারা যাহার অধীনে সকল বনদেবতা, সেই বৃন্দাকে সন্তোষিত করিতে মাননীয়া আপনি যোগ্যা। যেহেতু আপনার সঙ্গীতবিদ্যার গৌরব বৃন্দাদেবীই বুঝিতে সমর্থা। আপনার সঙ্গীতবিদ্যা আমার অতি রুচিপ্রদা। এস্থলে মাতঙ্গীকে সম্মান প্রদান করাই শ্রীরাধিকার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ॥ ১১৯

এই বাক্য শ্রবণে বৃন্দা বলিয়াছিলেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণ, নব-প্রবৃত্ত বসন্তরাগ গান করিতে করিতে এই বনমধ্যে বিহার না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বসন্তরাগ আলাপ করিও না। অন্য কোন রাগ আলাপ করিয়া প্রকট কর। এই বাক্য শ্রবণে কোনও কৌতুকরসে পরিপূর্ণহৃদয়া মাতঙ্গীদেবী গভীর আবেশভরে রসসাগরের বেলাবেলীর (তীরনীরের) মত বেলাবেলী রাগ আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২০ ॥

সেই সঙ্গে মাতঙ্গীর অনুগতভাবে গানকারিণীগণ,—মহতী, ব্রকবিলাসিকা, নাসিকান্তকচ্ছপী, কচ্ছপীবরা, আর স্বরমণ্ডলিকা নামে প্রবীণা পাঁচটী বীণাতে শ্রুতিসুখপ্রদ স্বরের শ্রুতিসমূহের বিস্তার করিয়াছিলেন। যদ্যপি বীণা পাঁচটী বাজিতেছিল, তথাপি শ্রবণে এক প্রকারই মনে হইতেছিল, অর্থাৎ একটি বীণাই বাজিতেছে এই প্রকার বোধ হইতেছিল ॥ ১২১ ॥

তাহাদিগের সেই প্রকার স্বরে সমুৎকণ্ঠাযুক্ত কণ্ঠ এবং তন্ত্রী হইতে সমুদ্গত শব্দটী আনন্দের হর্ষোত্থ উৎকর্ষব্যঞ্জক কোন্ রীতিটি উদয় না করিয়াছিল? অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার আনন্দের পরাবধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১২২ ॥

এই প্রকারে মাতঙ্গীর সঙ্গীত প্রসঙ্গে শ্রীরাধা প্রভৃতি কৃষ্ণবল্লভাগণ, শ্রীবৃন্দা প্রভৃতি বনদেবতাগণ—সকলেই আবিষ্ট হইলে,দূর হইতে দেবলোকের ও চমৎকার-কারী অশ্রুতপূর্ব্ব কোনও একটী শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল ॥ ১২৩ ॥

বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কাংশ্য, পনব (জয়ঢাক) সমানভাবে বাদিত হইতেছে। কিন্তু যদ্যপি পাঁচটি যন্ত্র বাজিতেছে, তথাপি সুখপ্রদ একটি শব্দই উঠিতেছে। শুনিয়া বুঝা যায় না যে, পাঁচটি যন্ত্র বাজে, প্রত্যেকটীকে দেখিলে বুঝা যায় যে পাঁচটি যন্ত্র বাজিতেছে, যে শব্দটী উত্থিত হইতেছে, দুইটী কর্ণ সেই শব্দের ভেদ করিতে সমর্থ নহে; যেমন যক্ষকর্দ্দম এক অঙ্গে লেপন করিলে সর্ব্বাঙ্গের সুখ ও শান্তিপ্রদ হয়, সেই প্রকার শব্দটিও কাণে শুনা যাইতেছে, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের সুখ ও শান্তি প্রদান করিতেছে। [কুঙ্কুম, অগুরু,কস্তুরী, কর্পূর এবং চন্দন—এই পাঁচটী সুগন্ধি দ্রব্যের মিলনে যে মহাসুগন্ধি দ্রব্য, তাহার নাম যক্ষকর্দ্দম] ॥ ১২৪ ॥

সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া দুইটি কর্ণের সুখ, এই শব্দহইতেই হইতেছে—এই প্রকার হৃদয়ে অনুভব করতঃ যদ্যপি মাতঙ্গীর সঙ্গীতরস স্বরতালাদিযুক্ত, তথাপি তাহাতে অবহেলাপূর্ব্বক হেলা নামক ভাববিশেষে চঞ্চলমনা হইয়া মৃগীর মত সম্যক্

উৎকণ্ঠিতভাবে কর্ণ পর্য্যন্ত আয়তলোচনা হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, যে শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উন্মত্তা করিল, সেই শব্দকারী কে এবং কোথায়? তাহারই অন্বেষণের জন্য কর্ণের নিকটে নয়নতারা বারংবার যাতায়াত করিতে লাগিল, অতি চঞ্চল ও সুমধুর লোচনাঞ্চলে সকল দিকে চাহিতে লাগিলেন ॥১২৫॥

তাহার পর সেই শব্দের সঙ্গে শ্রীরাধিকার নিকটে উপবিষ্ট স্ত্রীবেশধারী অনুরাগী মূর্ত্ত বসন্তরাগ শব্দ করিয়া উঠিল ॥ ১২৬ ॥

তৎপর বসন্তরাগের ধ্বনিটি শুনিয়া অনুমান করিলেন, অখণ্ড আনন্দ নন্দকিশোর কর্ত্তৃকই বসন্তের আগমনে ভূতলে অননুভূত আনন্দময় এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইতেছে; এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বনদেবতাগণ শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তাঁহাদিগের শ্রীঅঙ্গ, সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যসিন্ধুমধ্যে গাঢ়তমভাবে অবগাহন করিয়াছে অর্থাৎ তখন ব্রজরামাগণের শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অতি অপূর্ব্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য একমাত্র বনদেবতাগণই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন, কারণ ব্রজরামাগণের শ্রীকৃষ্ণেই একমাত্র গাঢ় আবেশ জন্য অন্য কিছু লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য ছিল না। তখন নবোল্লাসভরে শ্রীবনদেবতাগণ, শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয়রূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই বর্ণনের অভিপ্রায় শ্রীরাধা প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া সমুৎকণ্ঠিত করা ॥ ১২৭ ॥

অয়ি বৃষভানুনন্দিনি শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণ উৎসব বিনা এতাদৃশ নয়নযুগলের আনন্দ আর কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না, অন্য তোমার সেই হৃদয়ের অধিরাজ, হৃদয়-শোভাকারী কোন অনির্ব্বচনীয় গুরুতর আনন্দ, যাহা বিনা হৃদয়ের শোভা ঘটে না (অর্থাৎ যে হৃদয়ে আনন্দ নাই, সে হৃদয়ের কোনই শোভা নাই,) সেই অতুল আনন্দই এই উৎসবের অভিনায়ক গুরু হইয়া বসন্তকালের সমাগমজন্য সম্যক্ বিবেকহারা উল্লাস সম্পাদন করতঃ আনন্দ উল্লাসের সমুচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, যেমনি বিবেকহারি উল্লাস তেমনি মদনোদ্গমে মদনউন্মাদকারীরূপে সহচরগণ-সঙ্গে নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত পূর্ণ সুধাকরের মত বসন্ত উৎসবটী প্রারম্ভ করিয়াছেন ॥ ১২৮ ॥

পরম আনন্দকে সমুজ্জ্বল করিবার জন্য বহুতর খেলন-সামগ্রী-সঙ্গে সুসজ্জিত হইয়া, অন্য রমণীগণের প্রাণ দিয়া উত্তম সেবা পাইবার আকাঙ্ক্ষায় (এমনভাবে

সাজিয়া আসিতেছেন, যে রূপটী দেখিলে রমণীগণ প্রাণ বিকাইয়া তাহার সুখ সম্পাদন করে) এই এই আসিয়া উদিত হইলেন, আহা কি আশ্চর্য্য তোমার সৌভাগ্য-সম্পদের মহিমা, তাহা আমার মত জন কি বর্ণন করিতে পারে? ॥১২৯॥

হে রাধে! দেখ দেখ মস্তকোপরি একটি শুভ্রবর্ণের উষ্ণীষ ধারণ করিয়াছে, সেই উষ্ণীষটির উপরে মাত্র একটি মন্দমারুতযোগে চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছ। সেই উষ্ণীষটীর মধ্যস্থলে একটি পুন্নাগ-কুসুমের স্তবক, সেই স্তবকটিতে গুঞ্জিত ভ্রমর, উষ্ণীষটি অরুণবর্ণের রজসমূহে অলঙ্কৃত।

উষ্ণীষটি একটু বামদিকে বাকা করিয়া বাঁধা আছে বলিয়া অধিক শোভা হইয়াছে, ললাটের উপরিভাগস্থিত চূর্ণকুন্তলের প্রান্ত পর্য্যন্ত অবলম্বিত অরুণবর্ণের রজমিশ্রিত থাকায় সম্পূর্ণ সমুজ্জল নহে অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের সমুজ্জলতা প্রকাশ পায় নাই, বন্ধনটিও অতি শিথিলিত ॥ ১৩০ ॥

হে রাধে! আরও দেখ উদ্ভটনৃত্যশীল মনোহারি মণিরাজকুণ্ডলভারে যাহার ছিদ্র দীর্ঘ হইয়াছে, এবম্ভূত পরমশোভন কর্ণযুগলের মধ্যে একটি কর্ণের উপরি-ভাগে সন্তভগ্ন আম্রমুকুল ধারণ করিয়াছেন। সেই কুণ্ডল ও আম্রমুকুলের প্রতিবিম্বধারি গণ্ডে কোনও এক অনির্ব্বচনীয় কান্তিমাধুরী ধারণ করিয়াছেন। গ্রীবা-প্রদেশের বিলাসভঙ্গীতে নিবদ্ধ কেশকলাপে মাধবীপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৩১ ॥

আরও দেখ, বিলাসভঙ্গীতে শ্রীঅঙ্গে পীতবর্ণের কঞ্চুক (জামা) ধারণ করিয়াছেন। তদুপরি সমুজ্জল অলঙ্কার, কটিদেশের ভূষণতটে মণিময় কর্পূর রাখিবার পাত্র ধারণ করিয়াছে, কটিতট হইতে একটি পট্ট-সূত্রনির্ম্মিত ডোরিকা তাহার অগ্রভাগে পট্টসূত্রনির্ম্মিত স্তবক (থোপ্‌না) জঙ্ঘাদেশকে চুম্বন করিতেছে, কটিতটে ঘণ্টিকাযুক্ত কিঙ্কিণীরত্ন, চরণকমলে পরম শোভন শব্দায়-মান মণিময় নূপুর ॥ ১৩২ ॥

হে রাধে! আরও দেখ, বামকরে বেণু, দক্ষিণকরে সিন্দুরের কন্দুক নিকটে লুকিয়া ফেলিয়া নিকটেই ধরিতেছেন, সুবলাদি প্রিয়সখাগণ মুখে বসন্তরাগ আলাপ করিতেছে। তোমার নাগরেন্দ্র শ্রীমস্তক কম্পনপূর্ব্বক আস্বাদনের অভিনয় প্রকাশ করিতেছেন। বসন্তউৎসবমদে মাতোয়ালভাবে অতি শোভন নয়ন যুগল ঘূর্ণায়মান হইতেছে ॥ ১৩৩ ॥

হে রাধে! দেখ দেখ, দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি প্রিয়সখা স্বর্ণবর্ণ তাম্বুল-বীটিকা-পূর্ণ সম্পুট উদ্ঘাটন করিয়া ধরিয়া আছে, তোমার নাগররাজ স্নিগ্ধ অরুণবর্ণ অধর ও ওষ্ঠদ্বারা লীলাভঙ্গীক্রমে কৌতুকের সহিত তাম্বুল গ্রহণ করিতেছে।

অর্থাৎ যখন সখাগণ কর্ত্তৃক উদ্গীত গান-আস্বাদন-ভঙ্গীতে বামদিকে মস্তক নোয়াইতেছে, তখন বাম পার্শ্বস্থিত সখার হস্ত হইতে স্বর্ণবর্ণের তাম্বূলবীটিকা উদ্ঘাটিত সম্পুট হইতে অরুণবর্ণ অধরওষ্ঠের দ্বারা গ্রহণ করিতেছে। এই প্রকার আবার দক্ষিণদিকে মস্তক দোলাইয়া দক্ষিণদিকৃস্থিত সখার হস্তস্থিত সম্পুট হইতে গ্রহণ করিতেছে। তোমার নাগররাজের কৌতুকময় বিলাস পরিপাটীতে কে বিমুগ্ধ না হয়? ॥ ১৩৪ ॥

আরও দেখ! এদিক্ ওদিক্ হইতে উৎক্ষিপ্যমান্ বাল অরুণের মত আকৃতি উদ্ভটগন্ধযুক্ত পটবাস সমূহ, অত্যন্ত হাল্কা (লঘু) জন্য আকাশেই ঘুড়িতেছে। তোমার নাগররাজের চূড়া তিলক ললাটোপরিভাগস্থিত চূর্ণকুন্তল এবং পক্ষকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। অর্থাৎ অরুণবর্ণখেলাধূলিতে চূড়া প্রভৃতি অরুণিত হয় নাই ॥ ১৩৫ ॥

আরও দেখ সহচর গোপগণ সুকোমল চর্চ্চরী দ্বিপদিকা গান করিতেছে, সেই গানে ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধার নামক তিনটী গ্রামে বিশুদ্ধ শ্রুতি সম্বলিত সাতটী স্বরে সমুজ্জ্বল বসন্তরাগ আলাপ করিতেছে, সেই অবসরে কোনও কৌতুকরসভরে কোন সখা সিন্দুরের কন্দুক লইয়া কোন সময়ে কোন সখার অঙ্গে আঘাত করিতেছে। পরস্পর এই প্রকার কন্দুকক্রীড়া করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে কেহ খেলিতেছে কেহ বা নাচিতেছে ॥ ১৩৬ ॥

হে রাধে! তোমার বিলাসী নাগররাজের অতি ললিত, অতি রুচির, অতি উজ্জল গানটী শ্রবণ করিয়া, অচেতনগণেরও অতি রুচিকর হইতেছে। যেহেতু বিলাস-লালস তোমার বিলাসী নাগরকে দেখিয়া, বনের লতা সকলও অনেক প্রকার রসময় ভাব প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৩৭ ॥

হে রাধে! দেখ দেখ! লতাগণ মৃদুমন্দ মলয়ানিল রূপ গুরু-উপদেশে প্রত্যেক অগ্রপল্লবরূপ করের অভিনয় করতঃ ভৃঙ্গ ও ভৃঙ্গী সমূহের গীতের সঙ্গে রসিকশেখর কৃষ্ণ আমার প্রতি চাহিলেন, এই আনন্দভরে রসময় নৃত্য করিতেছে ॥ ১৩৮ ॥

সেই লতাসমূহের নিকটেই কোনও একটী লতা, মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ বিকশিত স্তবক গ্রহণের জন্য নিকটবর্ত্তী হইলে, কুট্টমিত ভাব ধারণ করিয়া নব পত্ররূপ হস্ত কম্পনে ত্রাস, বিকশিত কুসুমরূপ সুহাস্যে প্রোৎসাহ, ভ্রমর সমূহের কটাক্ষপাতে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে, (নাগর কর্ত্তৃক স্তন অধর প্রভৃতি গ্রহণ কালে হৃদয়ে পরম সুখোদয় হইলেও সম্ভ্রমভরে ব্যথিতের মত বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করার নাম কুট্টমিত নামক অনুভাব) ॥ ১৩৯ ॥

দেখ! অপর এই লতাটী হরিকে দর্শন করিয়া বায়ু চালিত পত্ররূপ এক বাম হস্তের দ্বারা বিকশিত স্তবকরূপ পয়োধরকে আবরণ করিতেছে। চঞ্চল অলিরূপ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ন ন ন এই প্রকার আক্ষেপ করিতেছে। অপর দক্ষিণ হস্তের দ্বারা লজ্জাবতী হইয়া কোনও লতারূপ সখীকে আমার কাছে এস! আমায় রক্ষা কর! এই প্রকার আহ্বান করিতে করিতে বিকশিত কুসুমচ্ছলে হাস্য বিধান করিতেছে ॥ ১৪০ ॥

দেখ! হরিদর্শনে অচেতনেরই যদি এই প্রকার দশা ঘটিয়াছে, তাহা হইলে সচেতনের কে কোথায় ধৈর্য্য ধরিয়া বুক বাঁধিতে পারে? ॥ ১৪১ ॥

তখন শ্রীবৃন্দার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ইঙ্গীত বুঝিতে সুচতুরা শ্যামলা মন্দমধুর মনোহারি হাস্য করতঃ বলিয়াছিলেন—হে বনদেবতে! শ্যামামৃত-কর হইতে তোমার আনন্দের পোষণ হইবে। "শ্যামামৃত-কর" শব্দটী শ্লিষ্ট, একপক্ষে শ্যামল চন্দ্রমার কিরণ হইতে, অপরপক্ষে শ্যামসুন্দরের অমৃত স্রাবি হস্ত হইতে, চন্দ্রজ্যোৎস্না হইতেই তরু লতার পোষণ হইয়া থাকে। অপরপক্ষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে অচেতন তরুলতারও রসের উদ্বোধন হইয়া থাকে, এই দুই অভিপ্রায়েই "শ্যামামৃত-কর" শব্দ বলিয়াছেন। অতএব এই শ্যামামৃত-করের খেলনটি তোমার বাঞ্ছা-পূর্ত্তির কারণ। আমাদিগকে উত্তক্তিত করিয়া কি ফল হইবে? তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অন্য প্রকার হইতে পারে না। ॥ ১৪২ ॥

বসন্ত-উৎসবের জন্য কৌতূহল হইতেছে বটে; কিন্তু মর্য্যাদাপ্রাপ্ত কুল-বধূগণের জাতিগত লজ্জাবাটিকার কবাটিকার কঠোরতা এতদূর যে, খরতর অদম্য বিবেকহারি উৎকণ্ঠা-কুঠারের দ্বারাও ছেদন করিতে পারা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে—যদ্যপি মাধবের বসন্তউৎসবসমুচিত বিলাস-পরিপাটি

দর্শনে চিত্তের উৎকণ্ঠা অতি প্রচুরই হইতেছে, তথাপি সুগভীর লজ্জাই তাহার বিরোধ আচরণ করিতেছে ॥ ১৪৩ ॥

যে লজ্জা হৃদয়ের কোন অনির্ব্বচনীয় বেদনা ধারণ করিতেছে, তথাপি অনুকূল বাঞ্ছিত বিষয়কেও প্রকাশ হইতে দিতিছে না ॥ ১৪৪ ॥

অতএব অদ্য মহোৎসবের দিবসে পবিত্র অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যতদূর সম্ভব ততদূর করাই নির্দ্দিষ্ট বলিয়া মনে করি ॥ ১৪৫ ॥

আরও বলি, অদ্য মদনরাজের পূজা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে আমাদের মানস সঙ্কল্প কিছুতেই বিচলিত হইতেছে না। এই পূজাটি আমাদের শিষ্টাচার-পরম্পরাপ্রাপ্ত। এই পূজাটি হইতেই আমাদের কল্পিত দৌর্ভাগ্যের নাশ হইবে। অতএব এই পূজাটিকে আমরা বিশেষ বলিয়া মনে করি। কথাটির মধ্যে ভঙ্গীবিশেষ আছে, এই স্থানে আনন্দ শব্দের বিশেষ বাচ্য "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন" এই পয়ার অনুসারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥

হে সৌভাগ্যবতীগণ! অতএব সেই মদনরাজের পূজা সম্পাদনের জন্য অনায়াসপ্রাপ্ত কুসুমাবলি চয়ন ও অবচয়ন কার্য্যে রত থাকিয়া, সকল কলা কৌশলে উৎসবে মণ্ডিত ব্রজরাজের যুবরাজকে দর্শন করিব ॥ ১৪৭ ॥

অনন্তর শ্যামলাঙ্গীর রসিকজন-সমুচিত রসময় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার বৃন্দাদেবী বৃন্দাবনের মহারাজ্ঞী শ্রীরাধিকাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৪৮ ॥

হে রাধে! নামে রূপে গুণে আকারে সর্ব্ব প্রকারে সুযোগ্যা আপনাদের এই প্রকার ব্যবহারটী সৌশীল্যেরই পরিচায়ক। তথাপি চন্দ্রাবলী, মাতঙ্গীর গীত সঙ্গীত-সঙ্গে মহান্ মহোৎসবের অনুকরণে কৌতুহল রসময় হলাহলা শব্দ করতঃ অগ্রগামিনী হইয়া আম্রবন বাটিকায় অবস্থান করতঃ তোমার সখী চারুচন্দ্রাও মাদৃশজনের নয়নের রুচি বর্দ্ধন করুন। বসন্তরাগের স্বর ও শ্রুতি সকলকে মূর্ত্তিমান্ করতঃ প্রচুর আনন্দ উল্লাসভরে মাতঙ্গীকেও কৃতার্থ করুন ॥ ১৪৯ ॥

বনদেবতা শ্রীবৃন্দাদেবীর এই বাক্য শ্রবণে বসন্তরাগের সঙ্গে অতি সমুজ্জ্বল শ্রুতি সকল প্রকট করিয়া শ্রুতিসুখপ্রদ গান করিতে করিতে সঙ্গীত-দেবতা মাতঙ্গী চারুচন্দ্রার সহিত বিবিধ বীণা-বাদনে প্রবীণা চন্দ্রাবলীকে আদর করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ অয়ি চন্দ্রাবলি! চল যাই আমরা আম্রবনবাটীকায় গমন করিয়া বসন্তোৎসব-উচিত সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতি বিস্তার করি ॥ ১৫০ ॥

সেই অবসরে কল্পবৃক্ষসকল হইতে তৎক্ষণাৎ উদ্গত মহোৎসব-সমুচিত খেলনসামগ্রী, স্বর্ণ হইতেও অতি কমনীয়, উদিত সূর্য্যের মত অরুণ বর্ণ, সুখপ্রদ সেই গন্ধযুক্ত বিলাসধূলী (আবির কুঙ্কুম প্রভৃতি) উড়াইতে উড়াইতে এবং কুঙ্কুম-গোলোকের দ্রব, মৃগমদদ্রব, কর্পূরদ্রব, চন্দনদ্রব প্রভৃতি দ্বারা সুখ-সমুচিত মণি-খচিত সমুজ্জল জলযন্ত্র (পিচকারী) সমূহ পূর্ণ করিয়া সিঞ্চনরূপ খেলা করিতে করিতে, ॥ ১৫১ ॥

যেমনভাবে তাল-লয়-সহ গান হইতে লাগিল, তেমনি সঙ্গীতের তালের সঙ্গে দ্রুত, মধ্য এবং মন্দভেদে স্বাভাবিক পাদবিন্যাস করতঃ নৃত্য করিতে করিতে অর্থাৎ তাহাদের যেমন পাদবিন্যাসভঙ্গীতে গমন, সেই অনুগতভাবে তাল প্রয়োগ এবং তালের অনুকূল গান করিতে করিতে আনন্দের পরাবধি প্রকাশ করিতে করিতে, স্বর্গীয় কোটি কোটি নটনীগণেরও তিরস্কারকারিণী সহচরীগণ-সঙ্গে, কন্দর্পরূপ-হস্তীপ্রেরিতা হইয়া পরমানন্দে যখন বসন্তক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, ॥ ১৫২ ॥

সেই অবসরে রসময় মধুর হইতেও সুমধুর হাসিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে মনোজ্ঞ-চরিতা শ্রীরাধা, কয়েকটি সখীগণের সঙ্গে একদিকে শ্রীকৃষ্ণের গানাদি, অপরদিকে চন্দ্রাবলীর কৌতুহলপূর্ণ সঙ্গীত মহোৎসব দেখিতে দেখিতে, বিজাতীয়জনের দুষ্প্রবেশ এবং আনন্দপ্রদ বনপ্রদেশে কুসুমচয়নছলে বিলাস করিয়াছিলেন ॥১৫৩॥

এই প্রকার চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকা নিজ নিজ উল্লাসভরে যে স্থানে বিলাস করিতেছেন, সেই স্থানেই খেলনভঙ্গীতে পাদবিন্যাস পরিপাটি প্রকাশ করতঃ প্রচুর সুখসমূহ প্রসবকারী ব্রজরাজ-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহচরবর্গ ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে, সেই সখাগণের অগ্রগামী ভণ্ডনৃত্য-ভঙ্গীতে স্কন্ধ গ্রীবা নাচাইবার সঙ্গে কণ্ঠস্থিত রম্যহারটি নাচাইতে নাচাইতে অতি কৌতুকরসের উদ্গমজন্য সগর্ব্বে হাসিতে হাসিতে দিগ্বিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে মধুমঙ্গল কোন এক অপূর্ব্ব শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মধুমঙ্গলের এতাদৃশ আনন্দ-উল্লাস ও গর্ব্বের কারণ এই যে, আমিই এই মহামহোৎসবের মূল কারণ, আমি যদি বৃদ্ধা গোপিকাসভায় চাতুর্য্য প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইলে এতাদৃশ উৎসবের অনুষ্ঠান হইত না। ইতঃস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপের কারণ এই যে, তাহারা কোথায় ? তাহারা আমার প্রাণ কোটি হইতে প্রিয়তম যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে রসময় সেবার

পরম সুখী করিবে। এই অভিপ্রায়েই ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন ॥ ১৫৪ ॥

এই অবসরে দূর হইতেই কোন এক সুমধুর শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, সেই শব্দটি মহোৎসবে প্রবৃত্ত চারুচন্দ্রা এবং চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মধুর সঙ্গীতের সমুজ্জল। সেই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অতি চঞ্চল ললিত বলয়ঝঙ্কার-সম্মিলিত-শ্রুতিসুখদ করতালি-সমূহে অতি মনোহারি, সকল কলাকৌশল সমূহের নৈপুণ্যপূর্ণ মনোহর মুরজ মৃদঙ্গ বীণা প্রভৃতির সহিত মিলিত বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের বাদ্যের সহিত বিলাসিনী নর্ত্তকীগণের সুন্দর তালানুসারে পাদবিন্যাস-সঙ্গে চঞ্চলমণিময় মঞ্জীর সকলের শব্দের সহিত মিশ্রিত। এতাদৃশ সুমধুর কোন এক শব্দ মধুমঙ্গল শ্রবণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫৫ ॥

এতাদৃশ মধুর শব্দ শ্রবণে উদ্ভট আনন্দের চিহ্ন পুলকের অভিনয় করতঃ অতি উৎকণ্ঠার সহিত সহর্ষে প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—॥ ১৫৬ ॥

হে প্রিয়বয়স্য! এই যে সুমধুর শব্দটী আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, এই শব্দটী কি আমাদের সঙ্গীতেরই প্রতিধ্বনি? অথবা অন্য কাহারও মহোৎসবের সঙ্গীতের কল কল ধ্বনি আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মহোৎসবের কাল অতিক্রম করতঃ তিরস্কার করিতেছে? অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠিত এতাদৃশ মহোৎসব ধ্বনিকেও পরাভব করিয়া প্রত্যেকের কর্ণকুহরে এই ধ্বনিই নিজ সাম্রাজ্য বা প্রভুতা বিস্তার করিতেছে ॥ ১৫৭ ॥

অতএব পরম মহানুভব আপনাদের পরাভবকারি এই বৃত্তান্তটী জানা আবশ্যক। এই প্রকার মধুমঙ্গলের বাক্য শ্রবণে মণিময় ভূষণে অলঙ্কৃত, কিশোরবর-মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ সেই মধুমঙ্গলকে পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন—॥ ১৫৮ ॥

হে কান্তিনিকেতন! এই বাদ্যধ্বনিটী আমাদের নহে, অন্য কাহারও হইবে। অতএব ভাল করিয়া জানিয়া আইস, অদ্য বসন্তোৎসবে কোন্ স্থান হইতে লয়তালাদিযুক্ত অতি বলবত্তর এই অন্য বাদ্যধ্বনি আসিতেছে ॥ ১৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রোৎসাহময় বাক্য শ্রবণে অতি পটু বটু মধুমঙ্গল, পরম উল্লাসভরে সত্বর নিকটে যাইয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়াছিলেন। যে শ্রীরাধা অতি রমণীয়া, রমণীগণের মুকুটমণি, সভার যাঁহার বিপুল শুভা, যিনি নিজ সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্যে ক্ষীরাব্ধি-তনয়া লক্ষ্মীকেও পরাভব করিয়াছেন,

যিনি নীতি ও সারল্যের প্রাবল্যে অতি মহীয়সী, যাঁহার কর ও চরণপল্লব অরুণবর্ণ জবাকুসুমকেও তিরস্কার করিতেছে, যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী বসন্তশোভাই ভুবনমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহার মহামহিমা বিশেষ বাক্য মনের অগোচর। তিনি মাধবীলতার অগ্রপল্লব ধারণ করিয়া কুসুমচয়ণ করিতেছেন,—এই অবস্থায় প্রথমতঃ শ্রীরাধিকাকেই দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৬০ ॥

তাহারই নিকটে—শ্রীরাধার হিতাচরণ করাই যাহার স্বভাব, সেই ললিতআকার ললিতা এবং শ্যামলা। তাহারই অদূরে আম্রবাটিকায় মহোৎসব মহানন্দে মাতোয়ারা চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রাবলীকেও দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৬১ ॥

দর্শন করিয়া সেই মধুমঙ্গল সহসা বলিয়াছিল, হে সাহসিকে ললিতে! কেন এত পরিমাণের গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া, এতাদৃশ গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠান করিতেছ? ॥ ১৬২ ॥

যেহেতু মন্দ নবপ্রবৃত্ত বসন্তোৎসবে মহতী ইচ্ছাযুক্ত আমার বয়স্যের এত বয়স পর্য্যন্ত যে নবীন অতিমুক্ত-পুষ্পবনবাটিকার একটি কুসুমও কেহ গ্রহণ করে নাই, কি আশ্চর্য্যের কথা তোমরা কোন্ সাহসে আমারই সখার সেই অতিপ্রিয় অতিমুক্ত-কুসুম-কাননটিকে কুসুম ও পল্লবশূন্য করিতেছ? এই অতিমুক্ত-বন-বাটিকাটী যে আমারই সখার, ইহা এই বৃন্দাবনের সকলেই জানে। আমরা পর্য্যন্ত এই পুষ্পবন-বাটীকার একটী পল্লব পুষ্প কখনও চয়ন করি নাই। আপনারা কোন্ গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া তাহারই পল্লব কুসুম প্রভৃতি চয়ন করিতেছেন? বোধ হয় কন্দর্পের গরুড়কণাহারা আমার বয়স্যের ভুজরূপ কৃষ্ণসর্পকায়ের দর্প জানা নাই। তা ভালই, এখনই তাহার পরাক্রম ভালরূপ জানিতে পারিবে ॥ ১৬৩ ॥

অতএব আমি এই স্থান হইতে যাইয়া প্রিয়বয়স্যের নিকটে তোমাদের কৃত দৌরাত্ম্য সব জানাইতেছি। এই বলিয়া সত্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—মহোদয় বয়স্য! আপনার বসন্তমহোৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা না হইবে কেন? ভাগ্যবানের সকল ক্রিয়াই সফলা হইয়া থাকে। যেহেতু বসন্তলক্ষ্মী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া নিজ বিভূতিরূপ অঙ্গনাগণের সহিত এই স্থান হইতে অদূরে বিবিধ বিলাসের দ্বারা মূর্ত্তিমান্ বসন্ত-উৎসব বিস্তার করিতেছে। সেই প্রশংসনীয় বাদ্যযন্ত্র ত্রিভুবন মধ্যে কোথায় আছে?

স্বর্গীয় সঙ্গীত-বিস্তায় যাহারা সুদক্ষা, তাহাদেরও অগোচর সেই সঙ্গীতভঙ্গী এই ভূমণ্ডলে কোথায় সম্ভবপর হইতে পারে? আর আবার কেই বা সেই সঙ্গীতভঙ্গী বিস্তার করিবে? যগুপি ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে শিল্পকলা-নৈপুণ্য প্রচুরই আছে বটে, তথাপি সেই উৎসব-কৌতুকে যে যে সামগ্রী দেখিলাম, তাহা তাহা ব্রহ্মার সৃষ্টির ভিতরেও নাই। মানুষ আর সেই সকল সামগ্রী কেমন করিয়া কল্পনা করিতে পারে? অহো সখারে! আজ আমি মহান্ কৌতুক বিশেষ দেখিতেছি॥ ১৬৪॥

সখা! তুমি যগুপি ব্রজের রাজকুমার বট; তথাপি তোমার এই উৎসব-তীব্রতা তেমন আস্বাদনীয় নহে। তোমার আয়োজন প্রচুরই আছে বটে, কিন্তু তেমন আস্বাদন নাই॥ ১৬৫॥

এই বাক্য শ্রবণে সখাগণ বলিয়াছিলেন—হে কুসুমাসব! এই প্রকার বহু গর্ব্বের সহিত পরপক্ষের প্রশংসা করিও না। নিজ সম্মত বস্তু আদরনীয়, অতএব তুমি এখন মধুপানে উন্মত্ত হইয়াছ, অথবা বসন্ত-উৎসবে মাতোয়াল হইয়াছ, কিম্বা মদপানে তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহা না হইলে নিজ পক্ষের অপকর্ষ, পর পক্ষের উৎকর্ষ কখনই বর্ণন করিতে পারিতে না॥১৬৬॥

সখাগণের এই বাক্য শ্রবণে মধুমঙ্গল বলিলেন, অহে! কুসুমাসব (পদ্মমধু) নিজে মত্ত হয় না, সকলকে মাতোয়াল করিয়া তোলে। অর্থাৎ ফুলের মধু নিজে মত্ত না হইয়া সকলকে মাতোয়াল করে। তার মধ্যেও আমি স্কুকুসুমাসব নহি যে, যাহাকে পান করিয়াই মাতোয়াল হইবে। আমি যে কুসুমাসব, আমার তু শব্দেই তোমাদের মত সকলকেই মাতোয়াল করিতে সমর্থ॥ ১৬৭॥

মধুমঙ্গলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বয়স্ত! বেশ বেশ, সাধুমহাত্মা আপনি হৃদয়-চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া আবার যাইয়া সেই মহোৎ-সবস্থলী দেখুন, পরে আমরাও যাইতেছি॥ ১৬৮॥

সেই রস-কৌতুকী বটু মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার রসময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে স্থানে শ্রীরাধা সখীগণসহ কুসুম চয়ন করিতেছেন, সেই স্থানে যাইয়া আটোপভরে বলিয়াছিল—হে তুলিতে ললিতে! কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে এই স্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও। আমাদের এই অতিমুক্তকুসুম (মাধবী ফুল) হরণ করিও না। যদি কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণের আদেশ না

মানিয়া হরণ কর, তাহা হইলে প্রতিফল লাভ করিবে। মধুমঙ্গলের এই প্রকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বলিয়াছিলেন,—হে সাহসিক বটো! তোমার সাহসের বলিহারী যাই, কপটতার নৈপুণ্যেই তুমি বটুত্ব লাভ করিয়াছ। সেই জন্যই তোমাকে গালি দেওয়াও উচিত নয়, এই প্রকার ঘৃণিত কথা বলিয়া কেন নিজ সৌজন্য নষ্ট করিতেছ? ॥ ১৬৯ ॥

অদ্য নব বসন্তোৎসব দিনে কুলশীলে মর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রকারে মহতী বধূশ্রেণী, রাগতারতম্য অনুসারে অনুকুল তপনতনয়া যমুনাকুলে রক্ত অশোক বৃক্ষমূলে মদনদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই রীতিটী শিষ্ট-পরম্পরা-প্রাপ্ত। সেই জন্য রাগের উৎকণ্ঠায় নিজের প্রভুতা অর্থাৎ সুমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বহুল দাসীগণ থাকিতেও স্বয়ংই নায়কমণি সদৃশী (হারমধ্যগত রত্ন) হইয়াও যাহার অক্ষয় কুলমর্য্যাদা, যিনি নীতিপূর্ণ সকল গুণে বিভূষিতা, সখ্যভাবে যাহার হৃদয় অতি রসময়, সেই রাধানামে কোন প্রিয়সখীর সহিত আমরা সকলে আসিয়াছি। কেন তুমি পাগলের মত এইস্থানে প্রলাপ বকিতেছ? ॥ ১৭০ ॥

ললিতার এ বাক্য শ্রবণে মধুমঙ্গল বলিয়াছিল—রে ললিতে! হরি ভিন্ন অন্য আবার কে সকলের গর্ব্বখর্ব্বকারী মদন আছে? মদন শব্দের অর্থ জান তো? সকলকে যে উন্মাদিত করে তাহার নাম মদন। আমার সখা সকলকে উন্মত্ত করে এবং আপনি আনন্দ ও মত্ততায় অতি কোমল। অতএব মদনপূজা করিতেই যদি আসিয়াছ, তবে আমার সখা হরিকেই পূজা কর? ॥ ১৭১ ॥

সাক্ষাদ্বর্ত্তী মদন উপস্থিত থাকিতে অসাক্ষাৎ মদন পূজনে তোমাদের রতি কেন? অতএব ভাবিয়া দেখ তোমরাই যে উন্মত্তা, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১৭২ ॥

এই আমি পূর্ব্বে তোমাদের হিতসাধনকারী পুরোহিত হইয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব মনোহারী মহোৎসবটি করাইয়া দিব। এস এস এই পথে এই পথে সেই মদন দেবের নিকটে এস ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীরাধিকা এই বাক্য শ্রবণে ললিতাকে বলিলেন হে ললিতে! এই বটু যখন পুরোহিত হইতেছেন, তখন অদ্য মদন-পূজার দিনে প্রথমতঃ পুরোহিত

বরণ করাই উচিত। তাই চারুচন্দ্রা এবং চন্দ্রাবলির প্রতি আদেশ কর, এই পুরোহিতটীকে ভাল করিয়া প্রথম পূজাটি করিয়া দেউক। এই কথা বলিবামাত্র মহোৎসবে মহান্ধ চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রাবলী বল পূর্ব্বক মধুমঙ্গলকে টানিয়া বিবিধ বর্ণের চূর্ণ দ্বারা অঙ্গ মাজিয়া তদুপরি গন্ধজল সেচনে পরাভব করিয়া যখন ভূতের রাজা সাজাইলেন, তখন মধুমঙ্গল ক্রোশগামী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৭৪ ॥

হে বয়স্য! বসন্তোৎসব-মদে উন্মত্তা গোয়ালাদের মেয়েরা সিন্দূর কুঙ্কুম মলয়জ চন্দন চূর্ণ সমূহের দ্বারা আমাকে অন্ধ করিয়াছে। গন্ধজল সিঞ্চনে জাড্যতা সম্পাদন করিয়াছে। আমার আর এদিকে ওদিকে পালাইতে সামর্থ্য নাই। আমি মরিয়াছি, তোমায় 'প্রিয়সখা আমাকে' রক্ষা কর। এই বসন্তোৎসবে তুমি থাকিতে যেন ব্রহ্মহত্যা না হয় ॥ ১৭৫ ॥

তখন দূর হইতে মধুমঙ্গলের এই প্রকার কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, কৌতুকরসে সরলা অবলাগণ কর্ত্তৃক কুসুমাসবের প্রতিভা খণ্ডিত হইয়াছে। অহো কি কৌতুক? এই বলিতে বলিতে অতি আবেশে রাগভরে সবেগে সহচরগণ সঙ্গে কুতুহল-রসময় হলহলা শব্দ করিতে করিতে যথায় মধুমঙ্গল ঐ প্রকার বিপন্ন হইয়াছে, তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন ॥ ১৭৬ ॥

সম্মুখে মিলিত নাগরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া অধিক গর্ব্ববতী ব্রজযুবতীগণ কর্ত্তৃক মহারাজ-নন্দের নন্দন বলিয়া আদরের সহিত, তাহার প্রিয়সখাকে অবমান করা হইয়াছে বলিয়া ভয়ের সহিত, কন্দর্প-উদ্দীপক বেশ দর্শনে লজ্জার সহিত, অতি সুভগতম শ্রীকৃষ্ণ আলোকিত হইয়াছিলেন। বটু মধুমঙ্গলকে দুঃখিতের মত কোন প্রকার চেষ্টা করিবার সামর্থ্য নাই, এইরূপ দেখিয়া যেন অসন্তুষ্টির মত কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বিলাসভঙ্গীভরে বলিয়াছিলেন ॥ ১৭৭ ॥

অহো! আবেশভরে উন্মত্তা আপনারা নিরপরাধ আমার সখাকে কেন বৃথা লাঞ্ছিত করিয়াছেন? আমার অতি মমতার পাত্র বটু মধুমঙ্গলকে যথেষ্ট অপমান করা হইয়াছে। অতএব অপরাধীজনের তিন শ্রেণী দণ্ডের মধ্যে, অধমতম প্রতিফল সহ্য করুন, এই বলিয়া সহচরগণের প্রতি অবলোকন করিতেছিলেন ॥ ১৭৮ ॥

তৎপর সহচর-করদত্ত অশোক কুসুম-চূর্ণপূর্ণ কন্দুক সমূহে অতি ক্ষিপ্রহস্ত রসিকশেখর বিদগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে সকল কুলবধূগণের কুচদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বক্ষ

প্রদেশ যখন বিক্ষোভিত করিয়াছিলেন, তখন সুরবর-নারীগণ সাধুবাদ সমূহে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৭৯ ॥

এই প্রকার হইবার পর দুই সেনায় অন্যায় যুদ্ধ নিবৃত্তি হইলে, নীতি পূর্ণ যুদ্ধটি আরম্ভ হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ শ্যামলতা মিশ্র অরুণবর্ণ এবং অতিশয় লোহিত বর্ণের লঘু ও সুগন্ধি ধূলিসমূহের নিক্ষেপ ও প্রতিনিক্ষেপে, কন্দুক ও প্রতিকন্দুকে, জলযন্ত্রমুক্ত গন্ধজল ও প্রতিগন্ধজলে, কুসুমধনু হইতে মুক্ত কুসুমশরে ও প্রতি-কুসুমশরে বারুণাস্ত্রের মত অনবরত বর্ষণ হইয়াছিল! অতি সুগন্ধি কুঙ্কুম কন্দুক ও প্রতিকন্দুকে যুদ্ধ হইবার পরে, কেবল জলযন্ত্রমুক্ত জলে ও প্রতিজলে স্মতুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। ১৮০ ॥

তৎপর উভয় সেনার সমতা অবলোকনকারিণী সুরবধূগণ বহুল প্রশংসা পূর্ব্বক সাধুবাদ দিতে থাকিলে, ॥ ১৮১ ॥

অতঃপর নির্ভয়ে উভয় সেনার পক্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত পটবাসচূর্ণসমূহে উভয়পক্ষ ব্যাপী অতি গাঢ় অন্ধকার হইলে, হরি এমত সময়ে অতি তীক্ষ্ণ সাহস বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই সাহসটী এই যে, মদনমদাবেশে বিচার করিবার শক্তি-শূন্য হইয়া, একাকী বিপক্ষ সেনাব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৮২ ॥

তৎপর খেলাধুলীচুর্ণ অতি লঘুতা জন্য, শূন্যপথে ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। ভূতলে পতিত হইতেছে না, এই প্রকারে মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত গাঢ় অন্ধকার হইলে কোন স্থানেও কেহ কাহারও পরিচয় লইতে পারিলেন না, অর্থাৎ কে কাহাকে কোথায় কি করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তদনন্তর পরসেনাব্যূহের মধ্যে সেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ-বেণু বাজিয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৮৩ ॥

তৎপর বিক্রমী কৃষ্ণ-বেণু, বিপক্ষ-সেনাব্যূহ মধ্যে যখন স্মরত-সমরের ভেরী-ধ্বনির ধর্ম্ম প্রকাশ করিল, তখন দিক্‌বিদিকে স্তিত ব্রজাঙ্গনাগণের অপাঙ্গ ভঙ্গী একসঙ্গে অতি তীক্ষ্ণ বাণপাতের মত হইয়াছিল, অর্থাৎ তখন ব্রজাঙ্গনাগণ এক-সঙ্গে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এমত কটাক্ষ-দৃষ্টিভঙ্গী করিতে লাগিলেন, যেন অতি তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে বিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮৪ ॥

অনন্তর যখন সেই লীলাযুদ্ধটী রাত্রিগত সময়ের মত বারম্বার হইতে লাগিল, তখন যুদ্ধোন্মত্ত একাকী শ্রীকৃষ্ণ দাক্ষিণ্য শূন্য হইয়াছিলেন, অর্থাৎ নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৮৫ ॥

লীলাভঙ্গীতে চঞ্চল কটাক্ষই, প্রস্বাপন নামক বাণটিকে ভ্রূধনুতে আরোপণ করতঃ সমস্ত ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নগোচর করতঃ এমতভাবে নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ এমন ভাববিশেষ-ভঙ্গীতে নয়নকটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, যাহাতে সকল ব্রজাঙ্গনার অঙ্গ বিস্রস্ত হইল, নয়ন মুদিয়া আসিল, অলসভরে বদনে ঘনঘন জৃম্ভার উদ্গম হইতে লাগিল, কণ্ঠতট অস্পষ্ট শব্দযুক্ত হইল, অধরপুট অতি চঞ্চল হইয়া উঠিল, এই প্রকার তাহাদিগকে নিদ্রিতার মত করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥ ১৮৬ ॥

এই প্রকার নিজ সেনাগণের ইতিকর্ত্তব্যতা-বিচারশূন্য অবস্থাটী দর্শন করিয়া মৃগলোচনা সেনাপতি চন্দ্রাবলী তাদৃশ পরাক্রমভরে পাদবিন্যাস-ভঙ্গীতে নিকটে আগমন করিয়া প্রথমতঃ বহু রসতরঙ্গযুক্ত নয়নকোণরূপ একটি ক্ষুদ্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া নিজ ভুজরূপ নাগপাশ অস্ত্রে অতি গাঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া, সর্ব্বমোহনকারী মদনমোহনকেও বিশেষভাবে মোহিত করিয়াছিলেন। যদ্যপি শ্রীচন্দ্রাবলী দক্ষিণা নায়িকা, তথাপি বসন্ত-উৎসবে তাঁহারও প্রাগল্‌ভ্য অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ১৮৭ ॥

তৎপর ক্ষণকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত মত্ত হস্তীরাজ পদ্মিনী বনকে যেমনভাবে আলোড়িত করিয়া থাকে, তেমনিভাবে একবার ক্ষিপ্রহস্ত শ্রীকৃষ্ণ, কৃশাঙ্গী ব্রজাঙ্গনাগণের ব্যূহটীকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন, অর্থাৎ কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও চুম্বন, কাহাকেও দৃঢ়পরিরম্ভন, কাহারও হার, কাহারও কঞ্চুলিকা প্রভৃতি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১৮৮ ॥

এই প্রকার হইলে খেলাধুলীজাত অন্ধকার নিবৃত্তি হইলে, অনুরাগজ গাঢ় আবেশ অন্ধকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, ॥ ১৮৯ ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হস্তীগণের রুধির সমূহে যেমন অরুণিত হয়, তেমনি ছিন্নবিচ্ছিন্নাঙ্গী সেনারূপ মৃগলোচনাগণের নিক্ষিপ্ত স্নিগ্ধ অরুণবর্ণের ধুলীসমূহে পৃথিবীতল রক্তবর্ণ হইয়াছিল। হস্তীগণের পতিত মদজলে কৃষ্ণবর্ণ ভৃঙ্গগণ যেমন দলে দলে ভূতলে বসিয়া গন্ধ গ্রহণ করিতে থাকে, তেমনি রসপ্রাঙ্গণে মৃগমদ-কর্দ্দমসমূহে স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল। যেমন হস্তীসমূহের অস্থিদ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি ব্রজাঙ্গনাগণের কর হইতে পরিভ্রষ্ট মণিময় জলযন্ত্রসমূহে বসন্ত-উৎসব-রসপ্রাঙ্গণ পরিশোভিত হইয়াছিল ॥ ১৯০ ॥

লীলাভঙ্গীতে চঞ্চল কটাক্ষই, প্রস্বাপন নামক বাণটিকে ভ্রূধনুতে আরোপণ করতঃ সমস্ত ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নগোচর করতঃ এমতভাবে নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ এমন ভাববিশেষ-ভঙ্গীতে নয়নকটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, যাহাতে সকল ব্রজাঙ্গনার অঙ্গ বিস্রস্ত হইল, নয়ন মুদিয়া আসিল, অলসভরে বদনে ঘনঘন জৃম্ভার উদ্গম হইতে লাগিল, কণ্ঠতট অস্পষ্ট শব্দযুক্ত হইল, অধরপুট অতি চঞ্চল হইয়া উঠিল, এই প্রকার তাহাদিগকে নিদ্রিতার মত করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥ ১৮৬ ॥

এই প্রকার নিজ সেনাগণের ইতিকর্ত্তব্যতা-বিচারশূন্য অবস্থাটী দর্শন করিয়া মৃগলোচনা সেনাপতি চন্দ্রাবলী. তাদৃশ পরাক্রমভরে পাদবিন্যাস-ভঙ্গীতে নিকটে আগমন করিয়া প্রথমতঃ বহু রসতরঙ্গযুক্ত নয়নকোণরূপ একটি ক্ষুদ্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া নিজ ভুজরূপ নাগপাশ অস্ত্রে অতি গাঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া, সর্ব্বমোহনকারী মদনমোহনকেও বিশেষভাবে মোহিত করিয়াছিলেন। যদ্যপি শ্রীচন্দ্রাবলী দক্ষিণা নায়িকা, তথাপি বসন্ত-উৎসবে তাঁহারও প্রাগল্ভ্য অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ১৮৭ ॥

তৎপর ক্ষণকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত মত্ত হস্তীরাজ পদ্মিনী বনকে যেমনভাবে আলোড়িত করিয়া থাকে, তেমনিভাবে একবার ক্ষিপ্রহস্ত শ্রীকৃষ্ণ, কৃশাঙ্গী ব্রজাঙ্গনাগণের ব্যূহটীকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন, অর্থাৎ কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও চুম্বন, কাহাকেও দৃঢ়পরিরম্ভন, কাহারও হার, কাহারও কঞ্চুলিকা প্রভৃতি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১৮৮ ॥

এই প্রকার হইলে খেলাধুলীজাত অন্ধকার নিবৃত্তি হইলে, অনুরাগজ গাঢ় আবেশ অন্ধকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, ॥ ১৮৯ ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হস্তীগণের রুধির সমূহে যেমন অরুণিত হয়, তেমনি ছিন্নবিচ্ছিন্নাঙ্গী সেনারূপ মৃগলোচনাগণের নিক্ষিপ্ত স্নিগ্ধ অরুণবর্ণের ধুলীসমূহে পৃথিবীতল রক্তবর্ণ হইয়াছিল। হস্তীগণের পতিত মদজলে কৃষ্ণবর্ণ ভৃঙ্গগণ যেমন দলে দলে ভূতলে বসিয়া গন্ধ গ্রহণ করিতে থাকে, তেমনি রসপ্রাঙ্গণে মৃগমদ-কর্দ্দমসমূহে স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল। যেমন হস্তীসমূহের অস্থিদ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি ব্রজাঙ্গনাগণের কর হইতে পরিভ্রষ্ট মণিময় জলযন্ত্রসমূহে বসন্ত-উৎসব-রসপ্রাঙ্গণ পরিশোভিত হইয়াছিল ॥ ১৯০ ॥

বধূসেনাগণকে সেই প্রকার নানাবিধ বিকারে বিহ্বলা দর্শন করিয়া আনন্দ-সিন্ধুতে ডুবিয়া ইতি কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি হারাইয়া মধুমঙ্গল দুইটী বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিল, ॥ ১৯১ ॥

বয়স্য! বড় সুন্দর কাজ করিয়াছ, বড় সুন্দর কাজ করিয়াছ। আমার এত বয়সের মধ্যে এতাদৃশ সুখ এই ভূমণ্ডলে কখনও অনুভব করি নাই। অদ্য, তোমার বীরচেষ্টায় যে সুখ পাইয়াছি ॥ ১৯২ ॥

তখন বিদূষকোচিত স্বভাবে এবং ব্রজাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া গালিপ্রদান পূর্ব্বক মধুমঙ্গল বলিয়াছিল, যেমন এই নির্ব্বংশীকারা (অপত্যাদি রহিতা, অপর অর্থ বংশীরহিতা), বংশীবিভূষিতকর তোমার সহচর আমাকে দুর-বস্থা প্রাপ্তি করাইয়াছিল, তেমনি সম্প্রতি ইহাদের দুরবস্থার চরমসীমায় স্থিতি দেখিতেছি ॥ ১৯৩ ॥

ইহাদের কঞ্চুলিকাসকল ছিন্ন হইয়াছে, বহুযত্নে গাঁথা হারাবলী ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বসন্তোৎসবের সামগ্রী সকলও ইতস্ততঃ পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।ইহাদের কেশপাশ, ললাটোপরিস্থিত চূর্ণকুন্তল, ললাট, গণ্ডদ্বয় নেত্রদ্বয় ও বক্ষপ্রদেশ কিংশুকবর্ণ (পলাশকুসুমবর্ণ) এবং শ্বেতরক্তবর্ণচূর্ণসমূহে রক্তবর্ণ হইয়াছে। নিজকৃত কর্ম্মের ফল ইহারা লাভ করিয়াছে। ইহাতে তোমার কোনই দোষ নাই। কিন্তু বয়স্য! ইহারা মহাচতুরা. চতুরানন ব্রহ্মার সৃষ্টির বাহিরে ইহাদের স্থিতি ॥ ১৯৪ ॥

সেইজন্য বলি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ইহারা পরম শ্রেষ্ঠা বৃষভানুনন্দিনী প্রভৃতি অপরাপর মহীয়সীগণের সঙ্গে মিলিতা হইয়া আপনাকে পরাজয় করিবার জন্য যত্নবতী না হইতেছে, এই অবসরে আমরা এই স্থান হইতে পলায়ন করি। শত্রুতা বদ্ধমূল হইলে ক্রোধভরে কি না করিতে পারে? এস্থানে মধুমঙ্গলের অভিপ্রায় এই যে, শ্রীচন্দ্রাবলীর সহিত বসন্ত উৎসব-উচিত বিলাস দর্শনে নিজে কৃতার্থ হইলাম, এইক্ষণ শ্রীরাধিকার সহিত বিলাস উৎসবটি করাইতে পারিলেই নিজকে ধন্য মনে করিতে পারি ॥ ১৯৫ ॥

মধুমঙ্গলের এই বাক্য শ্রবণে সখাগণ হাস্যসহকারে বলিয়াছিল, আত্মগত দুর্ম্মুখতা-দোষে এই মধুমঙ্গল ভীত হইয়া, কখনও অতিশয় কোপাবেশে তীব্র হই তেছে; কখনও বা মৃদু হইতেছে। এই ভয়-সাহস-ত্রাসাদির মূল নিদান কি

তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হে সখে গোবিন্দ! অতএব এই বটুকে এমত আশ্বাস প্রদান কর, যাহাতে এ খেদান্বিত না হয় ॥ ১৯৬ ॥

সখাগণের এই বাক্য শ্রবণে শ্রীগোবিন্দ বলিয়াছিলেন, হে কুসুমাসব (মধুমঙ্গল)! যাহা হইতে তোমার ভয় হইতেছে, নির্ভয়ে পবিত্রভাবে তাহাকে আমায় দেখাইয়া দাও। আমি থাকিতে তোমার কি ভয়? এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসবাক্য শ্রবণে মধুমঙ্গলের ভয় দূর হইল, অঙ্গকান্তিচ্ছটা প্রকাশ পাইল। অতি আটোপভরে অগ্রগামী হইয়া এদিকে এস এদিকে এস, এই বলিতে বলিতে মাধবী-কুসুমবাটীকার নিকটে যাইয়া ললিতাদি সখীগণের সহিত কুসুমচয়নকারিণী অতীন্দ্রিয়রূপা বিহারিণী সেই শ্রীরাধিকাকে দেখাইয়াছিলেন ॥ ১৯৭ ॥

সেই রসময় সময়ে সখীগণের লক্ষ লক্ষ কুটিল কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া, হরি কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত কটাক্ষবাণ কোন প্রকারে শ্রীরাধিকার বক্ষস্থলে লাগিয়া লজ্জারূপ কবচ ভেদ করিয়াছিল ॥ ১৯৮ ॥

তদনন্তর বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা, অতি সূক্ষ্মতর কজ্জলরূপ কালকূটবিষমিশ্রিত যে কুটীলকটাক্ষবাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, হাস্যশানে তীক্ষ্ণীকৃত সেই কটাক্ষবাণ অতি নির্দ্দয়ভাবে হরি-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল ॥ ১৯৯ ॥

তখন সেই কটাক্ষবাণাঘাতে নিজ সখাকে বিমুখ দর্শন করিয়া অতি কৌতুক উল্লাসভরে গ্রীবাভুজ প্রভৃতি চালন করতঃ, অতি বিক্রমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া মধুমঙ্গল বলিয়াছিল ॥ ২০০ ॥

বয়স্য! এই তোমার সহায়তম আমি এখানে আছি। মোহদশা প্রাপ্ত হইও না, এই বলিয়া বিলাসকন্দূক সকল শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করতঃ, বয়স্য! এই সকল গোপিকাগণকে এদেশ হইতে বিদূরিত কর। যে তোমার এতাদৃশ গুণসম্পন্ন সাহায্যকারী আমি বিদ্যমান আছি, তাহার পক্ষে কি অশক্য? অর্থাৎ সে কি না করিতে পারে? মধুমঙ্গল এই প্রকার বলিলে, ॥ ২০১ ॥

তখন মধুমঙ্গল-দত্ত কন্দুক নিক্ষেপে নাগরেন্দ্রের শৈথিল্য অবধারণ করিয়া নিজের অতি ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইবার জন্য শ্রীরাধিকাই প্রথমতঃ ভ্রূ-কুটীল করতঃ কঙ্কণের ঝঙ্কারযুক্ত করকমল-কোষ তুলিয়া অন্য কাহারও অলক্ষিতভাবে লীলারসে মিমিলিত-লোচন মুরারীর বক্ষস্থলে একটি সিন্দুরকন্দুক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ২০২ ॥

তখন সেই কন্দুকাঘাতে অতিসুখে নিদ্রিত সিংহযুবকের মত প্রবোধিত হইয়া অতি কুপিত হইয়াও, সখাগণের ও সখীগণের আনন্দরসপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ, নিজ করকমলে কন্দুক গ্রহণ করিয়া যখন শ্রীরাধিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন, সেই অবস্থায় শ্রীললিতাজী বলিয়াছিলেন ॥ ২০৩ ॥

অয়ি রসিক চূড়ামণি! কোন্ রসিকা তোমার বক্ষস্থলে নিজ হৃদয়ের অনুরাগের মত সিন্দূরের কন্দুক নিক্ষেপ করিয়াছে? যদি বল, তুমি তাহাকে জান কি? যদি জান তাহা হইলে তাহাকে দেখাইয়া দাও। তাহার উত্তরে বলিলেন, কে জানে কে তোমার বক্ষস্থলে কন্দুক নিক্ষেপ করিয়াছে। তুমি চিরকালই তো বিচারহীনতা দোষে সর্ব্বদা মুগ্ধই থাক। কিন্তু এ সময়ে অতি মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। একটু অবধান করিয়া দেখ, বৃথা কেন নিরপরাধী আমাদের সখী রাধার নিকটে ধাবিত হইতেছ? শ্রীললিতাজীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও কৌতুকভরে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ২০৪ ॥

তখন প্রথমতঃ শ্রীরাধার সহিতই নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধরীতির কৌতুকদর্শনের জন্য, শ্যামলা যদ্যপি সখীমণ্ডলীমধ্যে কেলিকৌতুকরসে লুকাইয়া ছিলেন, তথাপি শ্রীরাধা প্রথমতঃ নিজ রমণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্যামলাকেই খেলাইবার জন্য হাস্যমিশ্রিত অপাঙ্গতরঙ্গভঙ্গীতে শ্যামলাজীকে দেখাইয়া দিলে, মধুসূদন সেই শ্যামলাজীরই বসন্ত-উৎসবের বৈভবরূপ গন্ধজল এবং বিলাসধূলী প্রভৃতি দ্বারা শ্যামলাজীর ললাট কেশকলাপ গণ্ডস্থল ও বক্ষস্থলে অতিশয়রূপে লেপন করিয়া দিলেন, শ্যামলাজীর প্রতি এই প্রকার ব্যবহারের কারণ, বসন্ত-উৎসবে লুকাইয়া থাকাই গুরুতর অপরাধ। সেই অপরাধের দণ্ডরূপ এই লাঞ্ছনা ভোগ ॥ ২০৫ ॥

তখন শ্যামলাজীর সখী বকুলমালা তাদৃশ অন্যায় ব্যবহার অবলোকন করিয়া হৃদয়ে প্রচুর আনন্দ অনুভব করিয়াও সখীসৌহার্দ্দ্য-অনুরূপ আকুলভাবে বলিয়াছিল, অহো! তোমার এই বৈদগ্ধিতে আমাদের হৃদয় যেন জ্বলিয়া যাইতেছে ॥ ২০৬ ॥

যে তোমাকে কন্দুক নিক্ষেপ করিয়া মুখমণ্ডলের দ্বারা শারদ-সুধাকরও বিড়ম্বিত করিয়া মুক্তার মত হাস্য জ্যোৎস্না বিস্তার করিতেছে, হে ময়ূরপুচ্ছমৌলি! তাহাকে পরিত্যাগ করতঃ পরশ্রীকাতরতার বশবর্ত্তী হইয়া নিরপরাধী আমার সখীকে বৃথা পীড়া প্রদান করিয়াছ, বোধ হয় আমার সখী যে সুখোল্লাসে ক্রীড়া করিতেছে, তাহা তুমি সহিতে পারিলে না ॥ ২০৭ ॥

যখন বকুলমালা এই প্রকার বাগ্‌ভঙ্গীতে অনুরাগবলে অধিকা শ্রীরাধিকাকে সূচনা করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার এইপ্রকার আলাপে কৌতুহলভরে গাঢ় অনুরাগের আবেশে শ্রীরাধিকার নিকটে যাইয়া ॥ ২০৮ ॥

অয়ি গর্ব্বিনি! আমার নিকটে আসিয়া নিজের বল কতদূর আছে তাহা একবার দেখাও, কন্দুকসকল নিক্ষেপ কর, এই প্রকার কৌতুক উল্লাসভরে হাস্য করতঃ বিশেষরূপে দেখিয়া মাধব নিকটে উপস্থিত হইলে, হে সখীগণ! নির্ব্বাধ-রূপে ইহাকে (যুবরাজকে) এমতভাবে ঘের, যেন মণ্ডলীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে। নির্ব্বাধরূপে ইহাকে কন্দুকাদি নিক্ষেপে আহত কর আহত কর! বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এইরূপ আদেশটী হইবামাত্র একসঙ্গে কমললোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের কলকলধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ধ্বনির সঙ্গে কোকিলগণের কুহুধ্বনি মিলিত হওয়ায় ধ্বনিটী আরও সুগভীর হইয়া উঠিল। এই প্রকার অবস্থা হইলে রসিক সভার তিলকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কান্তিমতী নবব্রজ-যুবতীবৃন্দকর্ত্তৃক বন্দীর মত যখন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ নবব্রজযুবতীবৃন্দ ব্যূহ রচনা করিয়া চতুর্দ্দিকে যখন ঘেড়িয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ॥ ২০৯ ॥

সেই অবসরে কতিপয় ব্রজযুবতী বিলাসধূলী আবির কুঙ্কুমে নাগরেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ বিবিধবর্ণে ধূষরিত করিতে লাগিলেন। অপরা ব্রজাঙ্গনা পুষ্পচূর্ণ পূর্ণ কন্দুকসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কোন কোন ব্রজাঙ্গনা মাণিক্যখচিত জলযন্ত্রমুক্ত কুঙ্কুমচন্দন প্রভৃতি গন্ধজলদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীগোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই একাকী বিলাসপরিপাটীতে বারম্বার বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ একবার বিদ্রাবিত হইয়া ব্রজবধূগণ দূরে ভাগিয়া পুনশ্চ আসিয়া আবার ঘেড়িয়া দাঁড়াইলেন এবং পূর্ব্ববৎ বিলাসঔদ্ধত্যে নাগররাজকে পরাভব করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বারম্বার হইতে লাগিল ॥ ২১০ ॥

তদনন্তর বসন্ত উৎসবপ্রভাবে লজ্জা বিদূরিতা হইলে স্বাভাবিক নিরুপাধি অনুরাগের আবেশে উৎকণ্ঠিতচিত্তা সেই ব্রজরমণীগণ পুনর্ব্বার অতি গুরুতর সাহসভরে একসঙ্গে চাঁদের জ্যোৎস্না যেমন কৃষ্ণবর্ণ নবীন জলধরকে আবরণ করে, তেমনি নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আবরণ করিয়াছিলেন ॥ ২১১ ॥

তখন মাতঙ্গী-প্রমুখ কিন্নরীগণ, অতি উল্লাসভরে বীণাদি নানাবিধ যন্ত্রধ্বনিতে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া বসন্তরাগে গান করিতে লাগিলেন। ভ্রমরকুল, কোকিল-

কুল এবং অন্যান্য সকল বিহগকুল সুমধুর স্বরে অস্পষ্টভাবে স্তব করিতে লাগিল। লতাসকল নটনভঙ্গীতে সমাগত মলয়ানিলরূপ গুরু-উপদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া নৃত্যবিধান করিতে লাগিল ॥ ২১২ ॥

অপরদিকে কতিপয় সখা নানাবিধ যন্ত্র বাজাইতে লাগিল। কোন কোন সখা বসন্তরাগ গান করিতে লাগিল। কোন কোন সখা সুগন্ধি ধুলী ও কন্দুক সমূহ পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বলদেবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের অনুচর বয়স্যগণ এই প্রকার করিতে থাকিলে, হাস্যরসবিনোদী সুদক্ষ বটুমঙ্গল আনন্দপূর্ণ মানসে উল্লাসাত্মক নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল, অন্য মধুমঙ্গলের আনন্দ ধরিতেছে না, যেহেতু এই প্রবৃত্ত উৎসবের হেতুকর্ত্তা মধুমঙ্গল ॥ ২১৩ ॥

বসন্তোৎসবে উন্মত্তহৃদয়া অবলাগণ নাগররাজকে প্রহার করিবার জন্য, যাহাতে ভুজরূপ মৃণালদণ্ড আছে, এবম্ভূত মত্ত চটকবিহগ-রমণীকুলের কলধ্বনি হইতেও অতি কমনীয় ঝঙ্কারযুক্ত কঙ্কনধ্বনিতে মুখরিত করকমল তুলিয়া সুখদ-ভাবে চতুর্দ্দিক হইতে যখন নাগরের অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিলেন; তখন প্রণয়ি-তমা অবলাগণের বলাৎকার জনিত সুখময় চমৎকারিতার কারণ কলহ উপস্থিত হইলে, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরাজয়কে জয় মনে করিয়া নিজ অহঙ্কার-যোগ্য চরিত্র প্রকাশ না করিয়া অর্থাৎ নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিলে অবলাগণ কৃত বলাৎকারে বাধা পড়িবে ভাবিয়া নিজ হৃদয়োত্থিত সুখোল্লাস সংগোপন করিয়া বাহিরে চন্দ্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ মুখগ্লানির অভিনয় করিয়া যখন নিজ খরতর প্রভাব সংগোপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নিজের প্রতিকারে যেন কোনই সামর্থ্য নাই, এই প্রকার ভাবের অভিনয় করিয়াছিলেন, ॥ ২১৪ ॥

তখন কোন গোপী বংশী, কোন গোপী জলযন্ত্র, কেহ বা পুষ্পরচিত ধনু, কেহ বা পুষ্পরচিত অতুলনীয় বাণসমূহ, অপহরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অন্য কোন গোপী কৌতুকরসভরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে যখন ভূষণ সকল খুলিতে প্রবৃত্তা হইলেন, তখন হাস্যোজ্জ্বল ভ্রূভঙ্গীতে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া অর্থাৎ তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণের) মহাপরাজয় দুঃখদানের জন্য নিজকারুণ্য বিস্তার করিয়া বাধা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২১৫ ॥

তদনন্তর শ্রীরাধিকা নিজ বসনাঞ্চল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে কুঙ্কুম প্রভৃতি ধুলী পঙ্ক এবং ঘর্ম্মজল ধীরে ধীরে অপসারণ করতঃ নয়নের দ্বারা নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের

যে মাধুর্য্য পান করিয়াছিলেন, সেটি শ্রীরাধিকার বীরপানের মতই হইয়াছিল। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে. নিজকর্ত্তৃকপরাজিত প্রতিযোদ্ধাকে নিজেই কৃপা করিয়া তাহার সন্তর্পণরূপ পরিচর্য্যা করাটী, তাহারই (প্রতিযোদ্ধারই) অতিশয় লজ্জা এবং বিড়ম্বনাপ্রদ হইয়া থাকে, বাহিরে এই ভাব প্রকাশ করতঃ নিজের অভিলাষ, ঐছলে অসঙ্কোচে নিজ মনোরথ সাফল্য সম্পাদন। (যুদ্ধ হইয়া গেলে বা যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যোদ্ধাগণের যে মধু প্রভৃতি পান, তাহার নাম বীরপান) ॥ ২১৬ ॥

পুনর্ব্বার সখীর করকমল কোষ হইতে তাম্বূলবিটিকা সকল গ্রহণ করতঃ শ্রীরাধা স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক ইঙ্গিত করিলে, শ্যামলাদেবী শ্রীরাধার সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া নিজপ্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করিয়াছিলেন ॥ ২১৭ ॥

এই অবসরে বটুমধুমঙ্গল খেলাধুলী ধূষরিত গ্রীবাভঙ্গী করতঃ শ্রীরাধা প্রভৃতি কৃত নিজ প্রিয় বয়স্য শ্রীকৃষ্ণের সেবাটি দেখিয়া অতি উল্লাসভরে গর্জ্জিত মেঘের মত সহসা উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়াছিল ॥ ২১৮ ॥

অহো! আজিকার বসন্তোৎসব বাসরে আমরাই জয়লাভ করিলাম। যেহেতু হে বয়স্যোত্তমগণ! যাঁহার মহিমা অনন্ত এবং সর্ব্বোত্তম, সেই এই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা—যিনি অতি সুগর্ব্বিতা, তিনিও আজ পরাজিতা হইয়া, বিজয়প্রভাবে দীপ্তিমান ও মহোৎসব রসে যিনি শ্রান্ত, আমাদের সেই প্রিয়বয়স্যকে অনুগৃহীত দাসীর মত অচঞ্চলভাবে সেবা করিতেছে ॥ ২১৯ ॥

ইহা হইতে আর অধিক কৌতুকের বিষয় কি হইতে পারে? আর না-ই বা হইবে কেন? আমি যাহার মন্ত্রিত্ব পদ অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার আবার পরাজয় কিরূপে হইতে পারে? তাহার রাশি রাশি জয় সম্পত্তি অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া অতি সুখানুভব হেতুক দুই ভুজ তুলিয়া অতিশয় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ২২০ ॥

মধুমঙ্গলের এতাদৃশ প্রতিভায় (নব নব উল্লেখশালিনী বুদ্ধিতে) সখা ও সখী উভয় পক্ষেরই উল্লাস জন্মিয়াছিল ॥ ২২১ ॥

তখন বৃষভানুনন্দিনী দেবী শ্রীরাধাও অধিক আনন্দ উল্লাসভরে নবীন মণিময়হার, মধুমঙ্গলকে পারিতোষিকরূপে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২২২ ॥

এই প্রকার দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া বসন্ত উৎসব বিলাসরসজনিত পরিশ্রমে

আলস্যের সহিত মিলিত অবসাদ নিষেবিত সকল সখা সখীর দেহেরই তাৎকালিক রুচি রস তরঙ্গপূর্ণ অতিশয় মাধুর্য্য অবলোকনে বনদেবতা আর সেই সঙ্গীত বিদ্যার আচার্য্য মাতঙ্গী নিজ সঙ্গীতের পরম শ্রেষ্ঠতা হেতুক আত্মকৃতার্থতা মনে করিয়া সাহজিক প্রেমবশতঃ অভিরাম উৎসবের বিহারই সমুচিত মনে করিয়াছিলেন ॥২২৩॥

সেই বসন্ত উৎসব বিশ্রাম লাভ করিলে, অলিকুলের আনন্দঝঙ্কারে যাঁহার বনমালা মুখরিত (এই বনমালাটি নাগরেন্দ্রের বেশ নির্ম্মাণ সময়ে শ্রীরাধাই নিজ হস্তে গাঁথিয়া নিজ হস্তেই পরাইয়া দিয়াছিলেন), সেই বেণুপানি শ্রীগোবিন্দ সহচরগণসহ মিলিত হইয়া বনশ্রেণীর উত্তম ছায়াতলে বসিয়া নব প্রবৃত্ত বসন্তোৎসবের আনন্দ রসোদ্গার এমত ভাবে করিতে লাগিলেন, যাহাতে পরস্পর গাম্ভীর্য্য রক্ষার সামর্থ্য শূন্য হইয়া অতুলনীয় আনন্দ-উল্লাস সিন্ধুমধ্যে নিমজ্জিত হইলেন ॥ ২২৪ ॥

সকল কলাবিদ্যায় সুপণ্ডিতা সকল গোপ কিশোরীগণের অধীশ্বরী সেই শ্রীরাধাও খেলায় বিরাম দিয়া, রামানুজসঙ্গজনিত পরমানন্দ সম্পত্তি, পরম হর্ষভরে নিজ সখীগণসহ আস্বাদন করিতে করিতে নিজ রমণের রমণসম্পত্তি-সুখদায়ী আম্র-বনশোভিত বাসন্তী মণ্ডপে উপবেশন করিয়া সঙ্গীত আচার্য্য মাতঙ্গীকে যূথের সহিত আহ্বান করিয়া সসম্মানে প্রণাম করতঃ বৃন্দাদেবী দ্বারা পারিতোষিক দানে সন্তোষিত করাইয়া বিদায় করাইয়াছিলেন। তৎপর রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বনদেবতা কর্ত্তৃক আনীত বিবিধ মধুর ফল ভোজন করাইয়াছিলেন এবং আপনিও ভোজন করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে উৎসবরণে শ্রান্ত সখাগণ শয়ন করিলে এদিকে শ্রীরাধার সখীগণও বনদেবতা-আনীত ফলাদি ভোজন করিয়া শয়ন করিলে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বিচিত্র বিলাস করিয়া-ছিলেন ॥ ২২৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে গৌরপূর্ণিমায় বসন্তউৎসবে

আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূর মাধবমহোৎসব নামক

চতুর্দ্দশ স্তবক সমাপ্ত ॥

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক, ভারতবিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য

প্রভুপাদ—শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন

মহোদয় সম্পাদিত গ্রন্থাবলী।

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সমলঙ্কৃত—মূল্য ৩৲ টাকা।

২। প্রীতিসন্দর্ভঃ। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সমলঙ্কৃত—মূল্য ৫৲ টাকা।

৩। ভক্তিরত্নমালা বা বিশ্বনাথ গ্রন্থাবলী—মূল্য ১৲ টাকা।

৪। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দুঃ। মূল্য—।৵০ আনা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযদুগোপাল গোস্বামী ব্যাকরণতীর্থ।

পোঃ—নবদ্বীপ, ১নং বৈষ্ণব পাড়া, (নদীয়া)

১। **শ্রীসাধনভক্তি-চন্দ্রিকা।** পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয় প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত; শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন সম্বন্ধে অতি সুন্দর গ্রন্থ। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠ এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন চিত্রসমলঙ্কৃত। বৈষ্ণব সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে আছে। বৈষ্ণব-পত্রিকা ও রাজনৈতিকপত্রিকা সমূহে উচ্চভাবে প্রশংসিত। ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট, ১৮৪ + ১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র।

২। **প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।** ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সর্ব্বসাধ্য-শিরোমণি সুবিমল ব্রজজাতীয় প্রেমভক্তিবিশেষ ও তৎসাধনরীতি সকল অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছেন। গ্রন্থখানি রাগানুগীয় সাধকের কণ্ঠমণি স্বরূপ। মূল্য অতি সুলভ। এই গ্রন্থ দুই খানির জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন :—

সম্পাদক—শ্রীনরহরি দাস ভাগবতভূষণ, কাব্যতীর্থ বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ। পোঃ—নবদ্বীপ, গানতলা রোড, (নদীয়া)।

নবদ্বীপ রাধারমণ প্রেসে

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।